ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

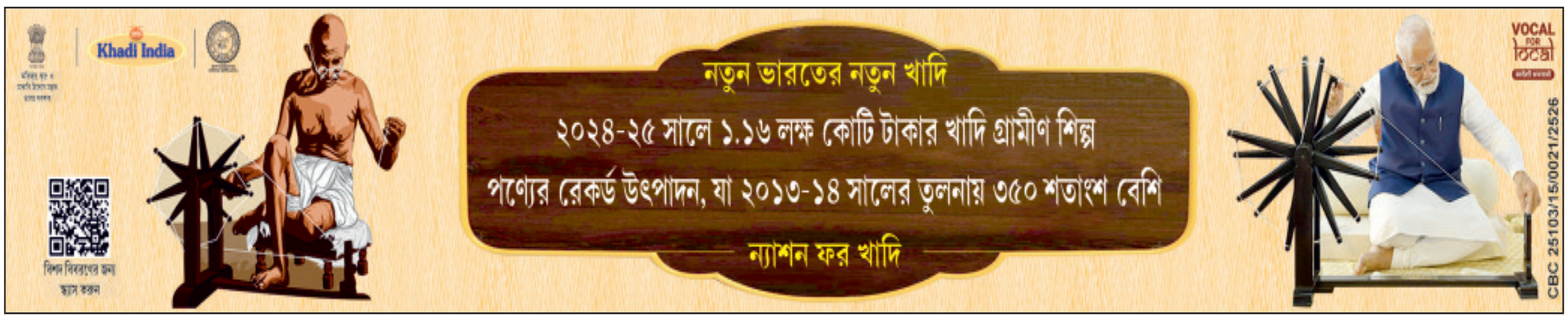

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-332 ■ 11 September, 2025 ■ আগরতলা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তিন নয়া ফৌজদারী আইন নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন

নাগরিক বান্ধব আইন কার্যকর করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। বিচার প্রক্রিয়ায় তিনটি নয়া ফৌজদারী আইন আগামীদিনে ব্যাপক কাজে আসবে। দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরায় নয়া ফৌজদারী আইন নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে এই তিনটি আইন কার্যকরের মাধ্যমে নাগরিকদের অনেক সুবিধা হয়েছে।

আজ আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত ইনডোর এক্সিবিশন হলে নয়া ফৌজদারী আইনের উপর রাজ্যভিত্তিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, সময় মতো যদি কোন কাজ না হয়, সময় মতো যদি ন্যায় যথাযথভাবে দেওয়া না যায়, তবে আইন ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা থাকে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গদর্শনে ২০২৪ এর ১ জুলাই যুগান্তকারী আইন আমাদের সামনে নিয়ে আসা হয়। আর সেটার বিল পাশ হয়েছে সংসদেও। এই বিষয়ে গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। বিল পাশের পর আইন কার্যকর করার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি এবং মুখ্যসচিব ও ডিজিপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের মালিক জনগণ ঃ বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। দেশের মালিক জনগণ। এই দেশ ও রাজ্য আমাদের প্রত্যেকের। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বক্তব্যের প্রতিবাদে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। উল্লেখ্য, গতকাল দিল্লিতে জন্তর মন্তরে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ডেবিড মুড়াসিং - র উদ্যোগে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। সেখানে সিপিআইএমকে নিয়ে একের পর এক আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখেন তিনি। সিপিএমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেন প্রদ্যোৎ।

তাঁর কথায়, সিপিআইএম প্রদ্যুতের পিতা বিক্রম কিশোর দেববর্মনকে হত্যা করেছে। গোটা রাজ্য লুট করেছে সিপিআইএম। এছাড়াও ত্রিপুরার "মালিক" হিসেবে নিজেকে আখ্যায়িত করেছেন প্রদ্যুৎ। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে আজ প্রদ্যুতের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি বলেন, কিরিট বিক্রমের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল তাঁর। স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন আগে প্রায়শই ২৬ শে জানুয়ারির সাংস্কৃতিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদ্যোতের মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রতীকী ভাড়া পাঠালেন কিছু যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী দিল্লিতে ভাষণ দিতে গিয়ে তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন মন্তব্য করেছিলেন "আমি আগরতলা, তেলিয়ামুড়া এবং কাঞ্চনপুরের মালিক, বাকিরা ভাড়াটিয়া।" এই মন্তব্য ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যজুড়ে।

আজ সেই বক্তব্যের প্রতিবাদে আগরতলার একদল যুবক অভিনব পদক্ষেপ নেন। তারা প্রতীকীভাবে ১০০ টাকার ড্রাফট কেটে ডাকঘরের মাধ্যমে তিপ্রা মথার সুপ্রিমোর উদ্দেশ্যে পাঠান। যুবকদের বক্তব্য, এই প্রতীকী প্রতিবাদের মাধ্যমে তাঁরা স্পষ্ট করতে চান ত্রিপুরার নাগরিকরা কারও ভাড়াটিয়া নন, রাজ্যের মালিকানা জনগণের।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা বলছে, প্রদ্যোতের বক্তব্য জনমনে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ক্ষোভও দিন দিন বাড়ছে।

ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরে আগামী ৪-৫ দিন ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর।। ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্ব ও উপদ্বীপীয় ভারতের ওপর আগামী ৪ থেকে ৫ দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, বুধবার সুব-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ এবং সিক্কিমে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজই পূর্ব মধ্যপ্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়াও, ছত্তিশগড়, বিহার এবং ওড়িশায় আগামী ৩ থেকে ৪ দিন পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পরিস্থিতি বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আইএমডি।

দক্ষিণ উপদ্বীপীয় ভারতে তামিলনাড়ু, কেরল, মাহে, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, উপকূলীয় অন্ধ্র প্রদেশ, ইয়ানাম ও তেলেঙ্গানায় আগামীকাল পর্যন্ত এই ধরনের বৃষ্টিপাত চলবে।

পূর্বোত্তর ভারতে, অর্থাৎ অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে আজ ও আগামীকাল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার বার'-কে শোকজ নোটিশ

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE COLLECTOR OF EXCISE
WEST TRIPURA DISTRICT

SHOW-CAUSE NOTICE

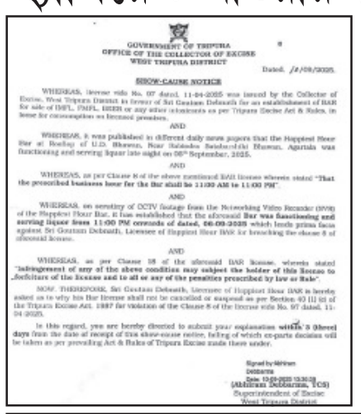

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার আবগারি দপ্তর 'হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার বার'-এর বিরুদ্ধে লাইসেন্স লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে শো-কজ নোটিশ জারি করেছে।

জানা গেছে, গত ১১ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে লাইসেন্স নং—৯৭ অনুযায়ী বারটি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয় গৌতম দেবনাথকে। লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মদ্যপ পানীয় পরিবেশনের অনুমতি রয়েছে।

কিন্তু গত ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে রাজধানীর রবীন্দ্র শতবর্ষী ভবনের সংলগ্ন ইউ.ডি. ভবনের ছাদে অবস্থিত ওই বার নির্ধারিত সময়ের পর গভীর রাত পর্যন্ত খোলা ছিল এবং মদ্যপ পানীয় পরিবেশন করা হয়। ঘটনাটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর আবগারি দপ্তর তদন্তে নামে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদকে ঘিরে উত্তপ্ত ধর্মনগর, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তাল ধর্মনগর নয়াপাড়া এলাকা। ওই ঘটনার জেরে উভয় পক্ষ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে পাল্টাপাল্টি মামলায় ধর্মনগর থানায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হয়েছে এবং এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেপালে কারফিউ জারি, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংলাপে বসার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

ভারতের সীমান্ত এলাকায় হাইঅ্যালার্ট

কাঠমান্ডু, ১০ সেপ্টেম্বর।। নেপালে চলমান জেন-জি নেতৃত্বাধীন সহিংস আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নেপালি সেনাবাহিনী আজ দেশজুড়ে কারফিউ এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেনাবাহিনীর জনসংযোগ ও তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আজ বিকেল ৫টা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ এবং এরপর আগামীকাল সকাল ৬টা পর্যন্ত দেশব্যাপী কারফিউ বলবৎ থাকবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সেনাবাহিনী জানায়, আন্দোলনের নামে কিছু 'আইনবহির্ভূত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী' সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাঙচুর, সহিংস আক্রমণ এবং এমনকি ধর্ষণের চেষ্টা পর্যন্ত। এসব অপরাধ প্রতিরোধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথা জানিয়েছে সেনাবাহিনী। তারা সকল নাগরিককে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছে, শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হবে এবং কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা বাহিনীকে জানাতে হবে।

এদিকে, কাঠমান্ডু উপত্যকায় সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতির ফলে আজ কিছুটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। তবে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এখনো উত্তেজনা বিরাজমান। বিক্ষোভের কারণে সোমবার বিকেল থেকে বন্ধ থাকা ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। গতকাল রাতে মনুবাজার স্কুল চৌমুহনি এলাকায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা একটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। দুর্ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্স চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাব্রুম থেকে এক রোগীকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে রাতে ঘটনাটি ঘটে। মনুবাজার স্কুল চৌমুহনির সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই হঠাৎ করে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সজোরে একটি আবাসিক বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আশপাশের মানুষজন দ্রুত এগিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিসাকে অপমানের অভিযোগে

আমবাসায় জিতেন্দ্রকে ঘিরে বিক্ষোভ পাল্টা প্রতিবাদ মিছিল সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে আমবাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু নাইলাহা বাড়ি এলাকায় আসতেই বিরোধী দলনেতার গাড়ি আটকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো-ব্যাক স্লোগান তুলেছে অরাজনৈতিক দল জনজাতি সমাজ। তাঁদের অভিযোগ, ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী পোশাক রিসা-কে অপমান করেছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা আমবাসায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এদিকে, সিপিআইএমের তরফ থেকে পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ আমবাসা টাউন হলে প্রয়াত কমরেড সীতারাম ইয়েচুরির প্রথম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানেই অংশ নিতে আমবাসার পথে ছিলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু নাইলাহা বাড়ি এলাকায় প্রবেশ করতেই জনজাতি সমাজের সদস্যরা তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে, বিপুল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং বিরোধী দলনেতাকে নিরাপত্তার মধ্যে সভাস্থলে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী জনজাতি সমাজের এক সদস্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কিছুদিন আগে বিরোধী দলনেতা রিশার বিষয়ে এমন মন্তব্য করেছেন যা জনজাতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর মাত্র ১৭ দিন

জাগরণ আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
২৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়িতেছে

আত্মহত্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া কর্মজীবন সর্বত্রই হতাশা দানা বাধিতেছে। চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ একসময় ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিযোগিতার ইদর দৌড়ে সাফল্য না আসিলে হতাশাগ্রস্থ হইয়া ছাত্ররা পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নিতেছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতেছে।ভারতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার বার্ষিক হারের বৃদ্ধি ছাপাইয়া গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' পরিসংখ্যান দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে— 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যা: ভারতে মহামারীর আকার নিয়াছে'। এই সংক্রান্ত রিপোর্টও তাহারা বার্ষিক আইসিথ্রি সম্মেলনে সামনে আনিয়াছে। একদিকে দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক আত্মহত্যা যেখানে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে, সেখানে পড়ুয়া আত্মহত্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ! এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর খবরই গণচক্ষুর সামনে আসে না।২০২২ সালে মোট পড়ুয়া আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ ছিল পুরুষ ছাত্র। আবার ২০২১-'২২ সালের মধ্যেই পুরুষ পড়ুয়ার আত্মহত্যা কমিয়া ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, মহিলা পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ শতাংশ! আত্মঘাতী পড়ুয়ার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর। গত এক দশকে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৫০ শতাংশ, ছাত্রী আত্মহত্যার হার বাড়িয়াছে ৬১ শতাংশ।কেন এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি? প্রথমত, নিউক্লিয়ার পরিবারে বহু পড়ুয়াই একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মা'র যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ ও আদর-আহ্লাদের কেন্দ্রে থাকে। ফলে চাহিদা বাড়ে, উচ্চাশা তৈরি হয়। প্রতিকূলতার সামনে কীভাবে লড়িতে হয়, পারিবারিক স্নেহের ঘেরাটোপে তাহা থেকে যায় অজানা। এরপর বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া অনেকেই তাই খেই হারাইয়া ফেলে। বিশেষত, প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে না, তখন হতাশা সহজেই গ্রাস করে তাহাদের। অধিকন্তু, তাহারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। চট করিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিয়া ফেলে। ছোট থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া চলিতে শেখাটাও তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়ার অতিরিক্ত চাপ অনেক সময় পড়ুয়াদের অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, বাবা-মায়ের কাছে এখন আর ছেলেমেয়ে আলাদা নয়। অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা বাবা-মা চান, তাহারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সাফল্যের পাশেই যে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও লুকাইয়া থাকে, তাহারা ভুলিয়া যান। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝা চালাইয়া দেন সন্তানের উপর। যাহার মূল্য সন্তানরা অনেক সময় জীবন দিয়া শোধ করে। সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিবার আগে তাহাদের সাফল্যের মতো তাহাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বাবা-মায়ের ভালবাসতে শিখিতে হইবে।পাশাপাশি ওয়াকিবহাল হইতে হইবে পড়ুয়া-মনের অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে। বুঝিতে হইবে, কোন বিষয়ে, কেন তাহাদের মনে 'ট্রমা' তৈরি হইতেছে। কেনই-বা আমরা তাহাদের 'ট্রিগার পয়েন্ট' চিনিতে ও বুঝিতে ব্যর্থ হইতেছি। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পার্শচাপ থাকিবেই। তাহা বলিয়া আত্মহননকে সমাধান-সূত্র হইতে দেওয়া যায় না।

গন্ডাছড়ায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১০ সেপ্টেম্বর: গন্ডাছড়ায় স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী রক্ত দান করেন। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে মহকুমা হাসপাতালে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক ইনচার্জ ডাঃ কে কে দেববর্মা, গন্ডাছড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জটিলেশ্বর দেববর্মা ও এমওআইসি ডাঃ চিরঞ্জিব দাস। শিবিরে মোট ২৯ জন স্বাস্থ্যকর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। অতিথি ডাক্তার বাবুরা তাদের বক্তব্যে রক্তদানের গুরুত্ব ও সামাজিক তাৎপর্য তুলে ধরেন। তারা জানান, একজন রক্তদাতা তিনজনের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হন। নিয়মিত রক্তদান শরীরের জন্যও উপকারী, পাশাপাশি সমাজে রক্তের সংকট মোকাবেলায় কার্য্যকর ভূমিকা রাখে।

আয়োজকরা জানান, রক্তদান একটি মহৎ কাজ, যা মানবিক দায়িত্ব ও সামাজিক অঙ্গীকারের প্রতীক। বিশেষত জরুরি মুহূর্তে রক্তের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের শিবির আয়োজন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিবিরে অংশগ্রহণকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশংসা করে অতিথিরা বলেন, সাধারণ মানুষও যদি এ ধরনের মহৎ উদ্যোগে যুক্ত হন তবে রক্ত সংকট অনেকাংশে কমবে। তারা সবাইকে নিয়মিত রক্তদানে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান।

বিবিসি বাংলা রেডিওর ৮১ বছরের বর্ণময় ইতিহাস

মানসী বড়ুয়া

গোড়াপত্তন যেভাবে-ঃ বাংলা সম্প্রচারের পুরনো রেকর্ডিং থেকে গোড়ার দিনগুলো সম্পর্কে জানা যায় অনুষ্ঠান শুরুর সেই সময়ে ইংরেজিতে লেখা কথিকা প্রতি সপ্তাহে অনুবাদ করে পড়ে শোনাতেন ড. সুধীন ঘোষ, যিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক।

ইংরেজিতে কথিকাগুলো লিখতেন প্রবন্ধকার, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক এরিক ব্লেয়ার, সাহিত্য জগতে যিনি সুপরিচিত ছিলেন জর্জ অরওয়েল নামে।

যেসময় বিবিসির সাপ্তাহিক বাংলা সম্প্রচার শুরু হয় তখন ইউরোপ জুড়ে বাজছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা। জর্জ অরওয়েলের বার্তা লিপির প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে যুদ্ধ প্রসঙ্গ ছাড়াও থাকত সাহিত্য, উপনিবেশের অন্য জায়গার পরিস্থিতিসহ অন্যান্য বিষয়াবলীও। বিবিসি বাংলা রেডিওর ইতিহাস থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্রান্তিকালে মিত্র পক্ষের বক্তব্য ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার লক্ষ্য নিয়েই তখন শুরু হয়েছিল বিবিসি বাংলা রেডিওর যাত্রা।

কারণ সেই সময় মিত্র পক্ষের হয়ে লড়াই করছিল ভারতীয় উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ সৈন্য। তাই অক্ষশক্তি জার্মানি, জাপান ও ইতালির প্রচারণায় যেন উপমহাদেশের মানুষ বিভ্রান্ত না হন, সেটা নিশ্চিত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এরপর ১৯৪৪ সালে সপ্তাহে একটির বদলে চালু হয় দুটি করে ১৫ মিনিটের কথিকাভিত্তিক অনুষ্ঠান।

প্রথম ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান -ঃ ওই বছরই যুদ্ধের মধ্যে পূর্ণকালীন কর্মী হিসাবে ভারত থেকে এসে যোগ দেন কমল বোস আর রেখা আলি। তাদের যোগদানের পর ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪৪ থেকে সপ্তাহে দুটির বদলে একটি ৩০ মিনিটের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান চালু হয় বিচিত্রা নামে, যা ছিল নানা বিষয়ের পাঁচমিশালি এক অনুষ্ঠান। ওই অনুষ্ঠানের পরিচিতি সঙ্গীত ছিল ভারতের আজকের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন গানটির সুর। পরে ১৯৪৭ সালে গানটি ভারত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করার পর বিচিত্রার পরিচিতি সঙ্গীতটি বদল করা হয়।

ভারত ১৯৪৭ সালে ভাগ হবার পর ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রোতাদের জন্য সপ্তাহে আর একটি ৩০ মিনিটের বাংলা অনুষ্ঠান শুরু হয় আঞ্জুমান নামে, যেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল মহিলাদের জন্য একটি আলাদা অনুষ্ঠান- পরিচালনা করতেন পিয়ারী আপা ছদ্মনামে শরিফা আলম। আঞ্জুমানের মূল টার্গেট ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি শ্রোতারা আর সেই অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষার সাথে ব্যবহৃত হতো অনেক উর্দু শব্দ। ভারতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বাংলা অনুষ্ঠান বিচিত্রা আর পাকিস্তান বিভাগের অন্তর্গত আঞ্জুমান আলাদা অনুষ্ঠান হিসাবে চালু ছিল ১৯৬৯এর জুন মাস পর্যন্ত।

আজকের বাংলা বিভাগ -ঃ এর আগে অবশ্য ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকে দুই বিভাগের যৌথ প্রযোজনায় চালু হয় প্রতিদিন সকালে ১৫ মিনিটের বাংলা অনুষ্ঠান- প্রভাতী এবং সেখানেই প্রথম প্রচারিত হয় বিশ্বসংবাদ আর সংবাদ ভাষ্য। তবে ১৯৬৯ সালটা ছিল বিবিসি বাংলার রেডিওর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওই বছরই জুন মাসে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সেকশন দুটি এক হয়ে পরিণত হয় আজকের বাংলা বিভাগ। সেই সম্মিলিত বাংলা বিভাগ যাত্রা শুরু করে ১৯৬৯এর দোসরা জুন- ১৫ মিনিটের সান্ধ্য অনুষ্ঠান প্রবাহ নাম দিয়ে।

বিবিসির খবরের ওপর শ্রোতাদের নির্ভরশীলতা আর বিবিসি বাংলা রেডিওর জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। মানুষ তখন যুদ্ধের সঠিক খবরের জন্য পুরোপুরি নির্ভর করত বিবিসি বাংলার ওপর। এই যুদ্ধের সময় খবর প্রচারের ওপর পাকিস্তান সরকারের সেন্সর ব্যবস্থা এবং সাংবাদিকদের ওপর নানারকম চাপ ও হুমকির মুখে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিবিসি বাংলা তখন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এরপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলা অনুষ্ঠানের সময় কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে। যুক্ত হয়েছে নানাধরনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। ছোটদের আসর, বিজ্ঞান ও খেলাধুলার অনুষ্ঠান, মেয়েদের জন্য ম্যাগাজিন, নাটক, গানবাজনার আয়োজন। নিয়মিত বিশ্বসংবাদ থাকলেও তা ছিল মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আর সংবাদভাষ্য থাকলেও তাতে প্রাধান্য পেত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের খবরাখবর। ১৯৮৮ সালে রাতের বেলায় আধ ঘণ্টার নতুন আর একটি অধিবেশন -যেটি আজকের পরিক্রমা — সেটি চালু হলেও সেই অনুষ্ঠানের মেজাজও ছিল মোটামুটি একই ধাঁচের।

সংবাদধর্মী সম্প্রচার -ঃ এই ধারার বদল ঘটে নব্বইয়ের দশকে। সেসময় থেকে বিবিসি বাংলার অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য হয়ে ওঠে সংবাদ, সাময়িক প্রসঙ্গ আর সংবাদভিত্তিক নানা প্রামাণ্য আয়োজন। এই পরিবর্তনের সময় বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. সৈয়দ মাহমুদ আলী। তিনি বলছেন, সেসময় চালানো শ্রোতা জরিপে দেখা যায় বিবিসি বাংলার সিংহভাগ শ্রোতা সংবাদ ও সংবাদ বিশ্লেষণ শোনার পর রেডিও বন্ধ করে দিচ্ছেন। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে প্রচারিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় ভিত্তিক ফিচারগুলোর জনপ্রিয়তা কমছে। "ওই সময় অর্থনৈতিক কারণে সীমিত জনবল এবং সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকটিতে বিবিসি বিশেষভাবে নজর দিচ্ছিল। ফলে কতজন শ্রোতা কী শুনতে চাইছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ধরনের বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়" জানান ড. আলী। একই সময়ে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে তখন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়ে আসেন জন টুসা। সেসময় শীতল যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে নানাধরনের পরিবর্তন চলছিল। সৈয়দ মাহমুদ আলী বলেন, পৃথিবীর নানা অংশে তখন গৃহযুদ্ধ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় যুদ্ধ, সংঘাতের মত ঘটনাগুলো সামনে আসতে থাকে। এসব ঘটনা সম্পর্কে শ্রোতাদের জানার আগ্রহ বাড়ে আর তার ফলশ্রুতিতে বদলে যায় সাংবাদিকতার ধারা। "সংবাদের পরিমাণ, পরিমাপ, মাত্রা সবকিছুই অনেকখানি সম্প্রসারিত হয়ে যায়, এবং বিবিসিকে তার সাথে তাল মিলিয়ে সম্প্রচারে বেশ কিছুটা রদবদল করতে হয়। বদলে যায় বিবিসি বাংলা রেডিও -অনুষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে সংবাদধর্মী।" বিবিসি বাংলার রেডিও সম্প্রচার সংবাদভিত্তিক হয়ে ওঠার পরও নানা সময়ে বিবিসি বাংলার পথচলায় বিভিন্ন প্রয়োজনে নতুন অনুষ্ঠান যুক্ত হয়েছে, আবার এক সময় সেগুলো বন্ধও হয়ে গেছে। যেমন দুপুরের অধিবেশন, এফএম প্রচার তরঙ্গে হালকা মেজাজের সম্প্রচার। এর মধ্যে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে যোগ হয় সকালের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রত্যুষা। এরপর ২০১৮য় প্রভাতী আর ২০২০তে প্রত্যুষাও বন্ধ হয়ে যায়। টিকে থাকে সন্ধ্যের অধিবেশন প্রবাহ আর রাতের অনুষ্ঠান পরিক্রমা।

নতুন চ্যালেঞ্জ -ঃ সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষ করে বিগত কুড়ি বছরে বাংলাদেশে সাংবাদিকতা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে এবং এসব চ্যালেঞ্জ বিবিসি বাংলাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিবিসি বাংলার বর্তমান সম্পাদক সাবির মুস্তাফা বলছেন, "বাংলাদেশ এবং ভারত, দু'দেশেই রাজনীতিকরা অনেক অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। তারা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে চান না, অনেক ক্ষেত্রে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে বিভিন্ন আইন ব্যবহার করেন।" এটা সাংবাদিকদের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ অনেকেই আর মিডিয়ার সাথে কথা বলতে চান না। আবার ধর্মীয় গোষ্ঠিগুলোর কারণেও সাংবাদিকতা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। "এসব শুধু স্থানীয় গণমাধ্যম নয়, বিবিসির মত বিদেশী মাধ্যমের ওপরও চাপ সৃষ্টি করে এবং সেই চাপ মোকাবেলা করেই আমাদের সাংবাদিকদের কাজ করতে হয়," বলেন সাবির মুস্তাফা। "তবে সবচেয়ে বড় কথা, সে কাজ বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিমালার সাথে কোন আপোষ না করেই করা হয়।"

বাড়তি মাত্রা -ঃ প্রতিদিনের খবর প্রচারের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কভারেজে বিবিসি বাংলা সবসময়ই শ্রোতাদের জন্য একটা নির্ভরযোগ্য খবরের উৎস হয়ে থেকেছে। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ রিপোর্টিংএ বিবিসি বাংলা রেডিও সবসময়ই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা বাড়তি মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেছে। যেমন, ১৯৯৫ সালের শেষ থেকে বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, এরপর ৯৬ সালে ছয় মাসের মধ্যে দু'দফা নির্বাচনের কভারেজ যেমন আমাদের সাংবাদিকতার জন্য একটা মাইলফলক তৈরি করেছিল, তেমনি পরবর্তীতে কিছু ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনার খবর পরিবেশন বিবিসি বাংলাকে রেডিও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের লগি বৈঠা আন্দোলনের কভারেজ। ছিল ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর বিদ্রোহের খবর। বাংলাদেশে ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি সামরিক বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপে রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের পদত্যাগ ও জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে পরোক্ষ সামরিক শাসন জারির সময়টা ছিল বিবিসি বাংলার সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ চ্যালেঞ্জের সময়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি -ঃ এখানে আরেকটা অনুষ্ঠানের কথা না বললেই নয়, যে অনুষ্ঠান বিবিসি বাংলার রেডিও ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেটি হল শ্রোতা জরিপের ভিত্তিতে তৈরি অনুষ্ঠান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিবিসি বাংলার সম্পাদক সাবির মুস্তাফা জানান, আমার ২৪ বছরের বিবিসি জীবনে এটা ছিল সত্যিকার অর্থে সাড়া জাগানো অনুষ্ঠান। আমরা যখন প্রথম এই জরিপের ঘোষণা শুরু করি, তখন দু'একজন শ্রোতা চিঠি লিখে প্রশ্ন করেন, জরিপের ফলাফল প্রচার করার সাহস আমাদের থাকবে কিনা? আরেকজন অভিযোগ করেন, এধরনের জরিপ করে একজন মহা বাঙালির বিপরীতে আরেকজনকে বাছাই করতে বলা ঠিক হচ্ছে না। তবে, ২০০৪ সালের ২৬শে মার্চ যখন ২০ জনের জীবনী নিয়ে অনুষ্ঠানমালা শুরু হল, তখন থেকেই বাংলাদেশের মিডিয়ায় এই জরিপ নিয়ে হাল্কা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিন থেকেই একটি পত্রিকা জরিপের ফলকে খবর হিসাবে পরিবেশন শুরু করেছিল। কিন্তু যখন তালিকার ১০/১১ নম্বরে আমরা পৌঁছই, তখন থেকে সম্ভবত ১২-১৪টি পত্রিকায় প্রতিদিন এই জরিপ নিয়ে তৈরি আমাদের গোটা অনুষ্ঠান ছাপানো হতে থাকে। এই সাড়া ছিল অভাবনীয় এবং সবচেয়ে বড় আলোড়ন তৈরি হয় বাংলা নববর্ষের দিন, যখন তালিকায় এক নম্বর ব্যক্তি অর্থাৎ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ঘোষণা করা হয়। '১৩ই এপ্রিল দু'নম্বরে রবীন্দ্রনাথের নাম ঘোষণার পর অনেক পত্রিকা অফিস থেকে আমরা ফোন কল পেতে থাকি। তারা বলেন ১৫ তারিখ যেহেতু কোন পত্রিকা বের হবে না, তাই আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম আগেই জানিয়ে দিতে পার কিনা? আমি বলি — না। এই অনুষ্ঠান যেহেতু রেডিও শ্রোতাদের জন্য করা হচ্ছে, সুতরাং তারাই আগে জানবেন ফলাফল বলেন মি. মুস্তাফা। পহেলা বৈশাখ, ১৪ই ভোর সাড়ে ছ'টায় বিবিসি বাংলা প্রভাতী অধিবেশনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে শেখ মুজিবের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৬তারিখে প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় এই খবর শিরোনামে আসে। "এধরনের আলোড়ন আর কোন অনুষ্ঠান নিয়ে হয়েছে বলে আমার জানা নেই," বলেন সাবির মুস্তাফা। গত ৮১ বছর রেডিওতে বিবিসি বাংলা বিশেষ করে বাংলাদেশে, সেইসঙ্গে ভারতের মূলত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম আর ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ শ্রোতার চাহিদা মিটিয়েছে। সম্পাদকীয় নীতিতে অটল থেকে বিশ্বমানের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পরিবর্তনেরও একটা বিরাট ঢেউও এসেছে--- সেটা হল ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থান- শ্রোতাদের চাহিদার বিবর্তন আর মিডিয়া প্রযুক্তির দ্রুত বদলে যাওয়া। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিবিসি বাংলা এখন শুধু রেডিও নয়, রেডিওর পাশাপাশি আছে টিভি আর বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। সুদীর্ঘ ৮১ বছর বেতার শ্রোতাদের কাছে নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ খবরের উৎস হয়ে থাকা বিবিসি বাংলার কণ্ঠ রেডিওতে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে ২০২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। কিন্তু থামছে না বিবিসি বাংলার পথচলা। আগামীতে আমাদের পদচারণা নতুন আঙ্গিকে, নতুন মাধ্যমে, আর সেইসাথে নতুন উদ্যমে।

এসির ঠান্ডা পরিবেশ নারীদের উপর কেমন প্রভাব ফেলে?

যে অফিসের তাপমাত্রা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা সহজ কথায় এসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যেখানে নারী ও পুরুষ একসাথে কাজ করেন, সেখানে এসি বন্ধ আর ছেড়ে দেওয়া নিয়ে নীরব যুদ্ধ যেন বেশ সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক্ষেত্রে ইউএস অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেল্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটি মানদণ্ড ঠিক করে দিয়েছে। সংস্থাটির সুপারিশ হলো অফিস প্রধান এসির তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে পারেন। তবে, ২০১৫ সালে নেচার জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা অনুসারে, অফিস ভবনের ভেতরে তাপমাত্রা সেট করা হয়েছে "১৯৬০ এর দশকে তৈরি করা থার্মাল কম্ফোর্ট মডেল অনুযায়ী"।

এই হিমহিম ঠান্ডা নিয়ে যতই আলোচনা থাকুক, অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশ যে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক অফিসের তাপমাত্রা কাজের উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে নারীদের কাজে। যত বেশি তত ভালো অফিসে এসির তাপমাত্রা যত বাড়ানো হবে অর্থাৎ ঠান্ডা যত কম হবে নারীদের কাজ করার সক্ষমতা তত বাড়বে। ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ও বার্লিন সোশ্যাল সায়েন্স সেন্টারের এক নতুন যৌথ গবেষণায় এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তাপমাত্রা বেশি হলে নারীরা গাণিতিক এবং কথা বলার মতো কাজগুলোয় আরও ভালো পারফর্ম করেন। কিন্তু তাপমাত্রা যখন কম থাকে তখন পুরুষদের পারফর্মেন্স ভালো হচ্ছে। 'অনেক গবেষণায় দেখা গেছে যে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ঘরের ভেতরে বা যেকোনও আবদ্ধ পরিবেশে বেশি তাপমাত্রা পছন্দ করেন, কিন্তু এর সাথে যে তাদের কাজের উৎপাদনশীলতাও জড়িত, সে ব্যাপারে কেউ কথা বলেনি।

'আমরাই প্রথম দেখিয়েছি যে তাপমাত্রা কমানো/বাড়ানো নিয়ে যুদ্ধ কেবল আরামের জন্য নয়। গবেষক বার্লিন সোশ্যাল সায়েন্সেস সেন্টার এবং গবেষণা প্রতিবেদনের অন্যতম লেখক ডঃ অ্যাগনে কাজাকাইট বিবিসিকে এসব কথা বলেছেন। সংক্ষেপে, এই সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে লিঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার এই প্রভাব কেবলমাত্র আরামের উপর নির্ভর করে না। বরং এর সাথে তাদের উৎপাদনশীলতা আর বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষমতাও প্রভাবিত হয়।

প্রমাণ ঃ-এ বিষয়ে পরীক্ষা চালানোর সময়, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পরীক্ষা দিতে বলা হয়। এককেক সময় তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস করা হয়। প্রতিটি সেশনে, অংশগ্রহণকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনটি ভিন্ন মৌখিক এবং গণিতের কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল। কক্ষের তাপমাত্রা এবং মৌখিক ও গাণিতিক কাজগুলোয় অংশগ্রহণকারীদের স্কোরের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তবে কগনিটিভ রিফ্লেকশন টেস্ট অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক পরীক্ষায় পুরুষ ও নারীদের মধ্যে এই তাপমাত্রার তারতম্য কোনও প্রভাব ফেলেনি। 'পুরুষরা কম তাপমাত্রায় সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল এবং নারীরা উচ্চ তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো পারফর্ম করেছে, যেখানে পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা সামান্য খারাপ পারফর্ম করেছে,' গবেষক কাজাকাইট ব্যাখ্যা করেন। তার সহকর্মী টম চ্যাং, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অফিসে তাপমাত্রা আরামের বাইরে দৈনন্দিন কাজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে কিনা তা বিবেচনা করে এই গবেষণাটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

'এই গবেষণাটি এত মনোযোগ পেয়েছে কারণ মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে অফিসে তাপমাত্রা বাড়ানো কমানো নিয়ে যে যুদ্ধ রয়েছে সেটা সমন্বয় করা প্রয়োজন,' তিনি বলেছেন।

সুপারিশ ঃ- এই গবেষণার ফলাফলে অফিসে তাপমাত্রার বাড়ানো কমানোর ঝুঁকিগুলোও তুলে ধরা হয়েছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। তাদের পরামর্শ যেসব কর্মক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীরা সহাবস্থান করেন, তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে অফিসের ভেতরের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হওয়া উচিত। 'ম্যানেজারদের উচিত অফিসে তাপমাত্রার দিকে আরও মনোযোগ দেওয়া। কর্মীরা কী বলেন সেটা শোনা এবং তাদের অভিযোগগুলো গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত, কারণ এটি তাদের উৎপাদনশীলতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে, বলেছেন কাজাকাইট। তাপমাত্রার পার্থক্য ঃ- এটি নিছক কোনও কাকতালীয় বিষয় নয়। দুইজন গবেষকদের মতে, সমস্যা হলো যে বেশিরভাগ অফিসগুলো ৬০ এর দশকের একটি পুরনো সূত্র অনুসারে চলে। ওই সূত্র অনুযায়ী তাপমাত্রা সেট করার ক্ষেত্রে তারা মূলত কর্মীদের মেটাবোলিজম রেট বা হজমশক্তিকে একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে নেয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ৪০ বছর বয়সী এবং প্রায় ৭০ কিলো ওজনের একজন ব্যক্তির শরীরে খাবার হজম করতে যে তাপ উৎপাদনের প্রয়োজন এই সূচকটি দিয়ে সেটি গণনা করা হয়েছে।

কিন্তু নারীদের মেটাবোলিজম সাধারণত পুরুষদের তুলনায় ধীরগতির হয়, এর মানে হলো তাদের কম তাপ হারাতে হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সামান্য উষ্ণ পরিবেশ প্রয়োজন। কিংমা, নেদারল্যান্ডসের মাস্ট্রিচ ইউনিভার্সিটির একজন বায়োফিজিসিস্ট এবং ন্যাচারাল ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার সহ-লেখক। এমন পার্থক্য হওয়ার আরেকটি মূল কারণ নারীদের গঠন পুরুষদের তুলনায় কিছুটা ছোট হয় এবং তাদের শরীরের চর্বি বেশি থাকে, যার কারণে খাবার হজমের শক্তি আসে চর্বি থেকে। চর্বি থেকে যে শক্তি আসে সেটি পেশী থেকে আসা শক্তির তুলনায় ধীরে কাজ করে। এ কারণে নারীদের শরীরে হজম প্রক্রিয়ায় তাপ কম উৎপন্ন হয়। তাই তাদের বেশি ঠান্ডার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সূত্রটি অর্ধ শতাব্দী আগের শ্রমশক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে বেশিরভাগ পুরুষদের নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক এই সমীক্ষা বলছে, ' বিশ্রামের সময় নারীদের তাপ উৎপাদন ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। আরেকটি বিষয় যা গবেষণায় উঠে আসেনি, সেটা হলো নারীরা সাধারণত আরামদায়ক ঢিলেঢালা পোশাক পরেন যা নারীদের ঠান্ডা লাগার একটি বড় কারণ কিন্তু অনেক অফিসে পুরুষদের স্যুট টাই পরে থাকতে হয়। তাপমাত্রা বাড়ান ঃ- এসির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের যুদ্ধে নারীদের চ্যালেঞ্জের সাথে একমত হয়েছেন গবেষকরা। তাদের গবেষণায়, অফিসে এসির তাপমাত্রা আরামদায়ক রাখার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কমানোর পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবিলায় কম শক্তি ব্যয়ের কথা মাথায় রেখেও গ্রীষ্মকালে অফিসগুলোকে কিছুটা উষ্ণ তাপমাত্রায় রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। সেইসাথে, গবেষকরা শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের অন্যান্য মানদণ্ড এই মডেলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, শরীরের ওজন এবং বয়সের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা অনুভবে হেরফের হয়। স্থূল মানুষদের গরম লাগার প্রবণতা বেশি আবার বয়স্ক ব্যক্তিদের হজম প্রক্রিয়া খুব ধীরগতিতে হয়। এক্ষেত্রে কীভাবে নারী পুরুষের আরামদায়ক তাপমাত্রায় সামঞ্জস্য আনা যায় সেটি ভাবতে হবে। তবে গবেষক কিংমার মতে, এর সমাধান খুব সহজ, গ্রীষ্মে ভবনটি কম ঠান্ডা করা যায় এবং যারা গরম অনুভব করেন তারা তাদের পোশাক পরিবর্তন করতে পারেন, বিবিসিকে তিনি ব্যাখ্যা করেন। 'অথবা কিছু নির্দিষ্ট এলাকা ঠান্ডা করা যেতে পারে যে স্থান ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়, তিনি যোগ করেন। আরামের ক্ষেত্রে আদর্শ তাপমাত্রা কত কে কোন তাপমাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন সেটার নিখুঁত কোনও হিসেব নেই। কোনও একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সবাইকে একমত করা সম্ভব না। কারও খুব ঠান্ডা লাগতে পারেন, ওই একই মাত্রায় অনেকের আবার গরম লাগতে পারে। অফিসে এসির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনায় সাম্প্রতিক এই গবেষণা সাহায্য করতে পারে। ওই গবেষণায় স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ একটি আদর্শ তাপমাত্রার কথা বলা হয়েছে। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি আন্তর্জাতিক দল, ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়া আদর্শ তাপমাত্রা কী তা নির্ধারণ করার সাহস করেছে, যা মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক হয়েছে। গবেষণা অনুসারে, আমরা কেমন তাপমাত্রায় থাকি সেটি আমাদের মেজাজকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। গবেষণা দলটি যাচাই করে দেখেছে যে, দিনের বেলায় যদি অফিস বা যেকোনও আবদ্ধ স্থানের ভেতরের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে না নামে এবং ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর না ওঠে তাহলে সেই তাপমাত্রাকে স্বাচ্ছন্দপূর্ণ বলা যেতে পারে। এই সীমার বাইরে গেলেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাপমাত্রার ক্ষেত্রে যদি একটি মাত্র নিখুঁত পরিমাপ বেছে নিতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে তা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। রাতে অবশ্য দৃশ্যপট বদলে যায়, যেখানে দিনের সর্বাধিক তাপমাত্রার সাথে রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য প্রায় ১৫ ডিগ্রি হওয়াই মানুষের পছন্দ বলে মনে করা হয়। সেই হিসাবে, যদি আমরা দিনের জন্য সর্বোচ্চ ২৫ ডিগ্রীকে রেফারেন্স হিসাবে নিই, একটি 'স্বাচ্ছন্দময়' রাতের জন্য, আবহাওয়াগতভাবে বলতে গেলে, তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি হওয়া দরকার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলা বাইপাস সংলগ্ন কমিউনিটি হল পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

ডোডা উত্তপ্ত: আপ বিধায়ক মেহরাজ মালিকের গ্রেফতারে বিক্ষোভ কারফিউ-সদৃশ নিষেধাজ্ঞা, ইন্টারনেট বন্ধ, পিছিয়ে দেওয়া হল বোর্ড পরীক্ষা

শ্রীনগর, ১০ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা জেলায় আম আদমি পার্টির বিধায়ক মেহরাজ মালিককে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করার পর তীব্র বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছে অঞ্চলটি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসন কারফিউ সদৃশ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং সম্পূর্ণ ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে সমস্ত বোর্ড পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।ডোডা থেকে নির্বাচিত একমাত্র এএপি বিধায়ক মেহরাজ মালিককে সোমবার পিএসএ-তে গ্রেফতার করেন জেলা শাসক হরবিন্দর সিং। অভিযোগ, কিছুদিন আগে এক ভিলেজারের ভাড়ার টাকা না মেটানোর বিষয় নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন মালিক এবং সেখানে তিনি অশ্রাব্য ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে 'জনশৃঙ্খলার জন্য গুরুতর হুমকি' উল্লেখ করে পিএসএ প্রয়োগ করা হয়।

উল্লেখ্য, পিএসএ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে বিচার ছাড়াই সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত আটক রাখা যেতে পারে। জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কিত বহু মামলায় এই আইনের অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে বারবার। আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর পুনরায় পিএসএ-তে গ্রেফতার করার ঘটনাও এখানে নতুন নয়, যাকে অনেকেই 'রিভলভিং ডোর ডিটেনশন' বলে থাকেন।

এদিকে ডোডায় বিক্ষোভ ক্রমেই জোরালো রূপ নিচ্ছে। মেহরাজ মালিকের মুক্তির দাবিতে জনতা রাস্তায় নেমে আসে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ চালায়। সংঘর্ষে একজন পুলিশ অফিসারসহ একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।এই ঘটনার পর মালিকের পরিবার শ্রীনগরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে একযোগে ছবি প্রকাশ করেন ও এক্স -এ লেখেন, 'পিএসএ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং প্রতিরোধমূলক আটক আইনের নির্লজ্জ অপব্যবহার।'

তিনি আরও বলেন, 'একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এই ধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্রে মানুষের আস্থা আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। যদি কোনও মন্তব্য আপত্তিকর হয়ে থাকে, তা বিধানসভায় স্পিকারের মাধ্যমে সংশোধন করা যেত।'বর্তমানে ডোডা ও আশেপাশের এলাকায় কড়া নিরাপত্তা জারি রয়েছে। প্রশাসনের একাংশ স্বীকার করেছে যে আন্দোলনের ব্যাপকতা তাদেরও চমকে দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভ ঠেকাতে গতকাল থেকেই কন্টোল অর্ডার জারি হয়েছে।পরিস্থিতির উপর প্রশাসনের কড়া নজর রয়েছে, তবে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং রাজনৈতিক মহলে চাপ বাড়ছে বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষকরা।

মণিপুরে নিষিদ্ধ ওষুধ, গাঁজা ও চাঁদাবাজির অভিযোগে একাধিক গ্রেফতার, নিরাপত্তা জোরদার

ইমফল, ১০ সেপ্টেম্বর : মণিপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযান চলাকালীন ৯ সেপ্টেম্বর থোবাল জেলায় এক মহিলাকে নিষিদ্ধ ওষুধসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।ধৃত রুংহিনা (৩৫), থোবাল থানার অধীনে সংগাইউমফাম চেরাপুর মাথাক লাইকাইয়ের বাসিন্দা। তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করেছে ১২০টি এসএএমপিএফএক্স ক্যাপসুল, ২৯ বোতল টাসরেক্স-টিআর কফ সিরাপ, ৮টি খালি বাক্স (যা লুকানোর কাজে ব্যবহৃত হত), এবং বেশ কয়েকটি পরিচয়পত্র। সমস্ত সামগ্রী তদন্তের জন্য জব্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, একই দিনে ইমফল পশ্চিম জেলার উত্তর এওসি এলাকায় এক যুবককে গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ২২ বছরের বাংকিন ওইনাম, হেইংগাং মায়াই লাইকাই এলাকার বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে ৬.৯৫৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। উভয় ঘটনাই বর্তমানে তদন্তাধীন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, রাজ্যে নিষিদ্ধ মাদক ও চোরাচালান রুখতে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এর পাশাপাশি, ৮ সেপ্টেম্বর ইমফল পশ্চিম জেলার হাওরেবি আওয়াং লাইকাই এলাকা থেকে একটি নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন প্রিপ্যাক -এর সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে মণিপুর পুলিশ। ধৃতের নাম খাংগেমবাম চিংখেইগানবা মেইতেই (২৬), হাওরেবি মায়াই লাইকাইয়ের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি স্থানীয় দোকান ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলতেন।

রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। সোমবার, ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩৭-এ ১৮৯টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যবাহী যানবাহনের চলাচল নিরাপত্তার মাধ্যমে সুনিশ্চিত করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে কনভয় সুরক্ষা প্রদান করা হয়।

এছাড়া, পাহাড়ি ও উপত্যকা উভয় অঞ্চলে মোট ১১৭টি চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে এক ব্যক্তিকে যাচাইয়ের জন্য আটক করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের অভিযান ও এলাকা দখলের কৌশল আগামী দিনেও চলবে, যাতে রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।

মেঘালয়ের ডেপুটি স্পিকার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে চলেছেন লিমিসন ডি সাংমা

শিলং, ১০ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম গারো হিলস জেলার রাকসাঙ্গরে বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত ন্যাশনাল পিপলস পার্টির বিধায়ক লিমিসন ডি সাংমা মেঘালয় বিধানসভার নতুন উপ-স্পিকার (ডেপুটি স্পিকার) পদে নির্বাচিত হতে চলেছেন। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তিনি এখনো পর্যন্ত একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সাংমা তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন। তাঁর প্রার্থিতা প্রস্তাব করেন মন্ত্রিসভার দুই সদস্য মারকুইস এন মারাক ও এটিএ মণ্ডল। বিধানসভার স্পিকার থমাস এ সাংমা সাংবাদিকদের জানান, এখন পর্যন্ত শুধু একটি মনোনয়ন জমা পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। যদি কেউ প্রত্যাহার না করেন, তাহলে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ডেপুটি স্পিকার পদে তাঁর নির্বাচনের ঘোষণা করব।''

এই পদটি খালি হয় রেসুবেলপাড়া কেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ এনপিপি বিধায়ক টিমোথি ডি শিরা পদত্যাগ করার পর। সূত্রের খবর, দলীয় হাইকমান্ডের নির্দেশেই তিনি পদত্যাগ করেন।

ডেপুটি স্পিকার পদের জন্য লিমিসন ডি সাংমার সম্ভাব্য নির্বাচনে দলের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবেন বলেই রাজনৈতিক মহলের অনুমান।

রাশিয়ার যুদ্ধতহবিলে তেল বিক্রির মাধ্যমে অর্থ যাচ্ছে ভারত-চীন-ব্রাজিলে: দাবি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের, ভারতের পাল্টা প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান এখনো অব্যাহত, আর সেই যুদ্ধ চালানোর অর্থ আসছে তেল বিক্রি থেকেএমনটাই দাবি করলেন ন্যাটোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যাথিউ হুইটেকার। ফক্স নিউজ-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হুইটেকার বলেন, রাশিয়া ভারত, চীন ও ব্রাজিলের মতো দেশগুলিতে তেল বিক্রি করে যুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। তিনি এই দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপের আহ্বান জানান।

'এই যুদ্ধে যে অর্থ খরচ হচ্ছে, তা মূলত রাশিয়ান তেলের বিক্রি থেকেই আসছে। আমি মনে করি পরবর্তী ধাপে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক আরোপের মাধ্যমে ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য ব্যবসা করার খরচ বাড়িয়ে দিতে হবে এবং তার রাজস্ব কমাতে হবে,' বলেন হুইটেকার।

তিনি আরও বলেন, রাশিয়ার অর্থনীতি দুর্বলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং তেলের রাজস্বই এখনো তাদের প্রধান উৎস। তাই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমন্বয় করে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানো প্রয়োজন।

মার্কিন মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, "ভারতের ওপর এইভাবে দোষারোপ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অন্যায্য। আমাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

পররাষ্ট্র মন্ত্রক আরও জানায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এখনো রাশিয়ার অন্যতম বড় গ্যাস ক্রেতা এবং চীন রাশিয়ার কাঁচা তেলের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক। ২০২৪ সালে ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার পণ্যের বাণিজ্য ছিল ৬৭.৫ বিলিয়ন ইউরো এবং সেবার বাণিজ্য ১৭.২ বিলিয়ন ইউরো। সেই বছর ইউরোপীয় আমদানিকৃত রাশিয়ান তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ ছিল রেকর্ড ১৬.৫ মিলিয়ন টন।

ভারত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছে, ইউরোপ-রাশিয়া বাণিজ্য শুধু জ্বালানিই নয়, বরং সার, রাসায়নিক, লোহা-ইস্পাত ও যন্ত্রপাতিও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো রাশিয়া থেকে নিউক্লিয়ার ইন্ডাস্ট্রির জন্য ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইড, বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য প্যালাডিয়াম এবং রাসায়নিক ও সার আমদানি করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যের ওপর ৫০ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে। সেই সঙ্গে রাশিয়ান তেল কেনার কারণে অতিরিক্ত ২৫ জরিমানাও চাপানো হয়েছে। এর ফলে ভারতের অর্থনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে।

এরই মধ্যে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টে জানিয়েছেন, তিনি শিগগিরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় রয়েছেন। মোদি উত্তর দিয়ে বলেছেন, 'ভারত ও আমেরিকা প্রকৃত বন্ধু এবং প্রাকৃতিক অংশীদার। আমি নিশ্চিত যে আমাদের বাণিজ্য আলোচনা দুই দেশের অংশীদারিত্বের অসীম সম্ভাবনা উন্মোচনে সহায়ক হবে।"

হিমাচল প্রদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনায় কেন্দ্রের আন্তঃমন্ত্রকীয় দল; দ্রুত ত্রাণের আশ্বাস

শিমলা, ১০ সেপ্টেম্বর: হিমাচল প্রদেশে বর্ষাকালে ভারী বৃষ্টিপাত, ভূমিধস এবং ক্লাউডবার্সরে কারণে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি আন্তঃমন্ত্রকীয় দল রাজ্যের বিভিন্ন দুর্যোগ কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছে। দুই দিনব্যাপী এই সফরে তারা চাম্বা, মান্ডি, কাংগ্রা এবং কুল্লু জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের দুর্দশার কথা শোনেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সবরকম সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রকের উপসচিব কমলদীপ ভি. পটেলের নেতৃত্বাধীন একটি দল চাম্বা জেলায় গিয়ে বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সরেজমিনে পর্যালোচনা করে। দলটি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠকেও অংশ নেয়। চাম্বার জেলা শাসক মুকেশ রেপাসওয়াল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের জানান, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ৪৩৪.৩৩ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অবকাঠামো, সড়ক যোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বড়সড় ক্ষতির কথা তুলে ধরা হয়েছে এই বৈঠকে।একই সময়ে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব জি. পার্থসারথীর নেতৃত্বে আরেকটি দল কুল্লু জেলার বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-আক্রান্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে। কুল্লুর জেলা শাসক তোরুল এস. রবীশ তাঁদের জানান, জেলার একাধিক অঞ্চলে ভূমিধস ও নদীভাঙনের কারণে ঘরবাড়ি, সড়ক এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দলটি দুর্গত এলাকাগুলির ক্ষয়ক্ষতির একটি বিশদ রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠাবে বলে জানিয়েছে।

পরিদর্শন শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা জানান, রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের ভিত্তিতে কেন্দ্র সরকার দ্রুত ত্রাণ বরাদ্দ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ নেবে। ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তারা বলেন, পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে কাজ করছে এবং সব ধরনের সাহায্য দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হবে।

দেশজুড়ে আইএসআইএস বিরোধী অভিযান: রাঁচি ও দিল্লি থেকে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গি গ্রেফতার, তল্লাশি চলছে একাধিক রাজ্যে

নয়া দিল্লি/রাঁচি, ১০ সেপ্টেম্বর: আইএসআইএস-সম্পৃক্ত সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে চলমান তল্লাশি অভিযানে বড় সাফল্য পেল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও ঝাড়খণ্ড এটিএস। আজ সকালে রাঁচির ইসলামনগর এলাকার তবারক লজ থেকে এক সন্দেহভাজন আইএসআইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম আশর দানিশ, যিনি ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার পেটারওয়ার এলাকার বাসিন্দা।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল, ঝাড়খণ্ড এটিএস এবং রাঁচি পুলিশের যৌথ অভিযানে এই গ্রেফতারি হয়। অভিযানে তবারক লজ থেকে একাধিক ইলেকট্রনিক ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছে। দানিশ দীর্ঘদিন ধরে ওই লজে অবস্থান করছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লিতে একটি মামলা দায়ের করা ছিল, যার ভিত্তিতেই দিল্লি স্পেশাল সেল তাঁকে খুঁজছিল।

আশর দানিশকে বর্তমানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই তাঁকে রিমান্ডে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।এই একই অভিযানে দিল্লি থেকে আফতাব নামের আরও একজন সন্দেহভাজন আইএসআইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি মুম্বইয়ের বাসিন্দা। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার যৌথ তল্লাশি অভিযানে আফতাব ধরা পড়েন। সূত্র অনুযায়ী, আফতাব ও আশর দানিশ একটি সংগঠিত জঙ্গি নেটওয়ার্কের অংশ এবং দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অন্তত ১২টি স্থানে একযোগে অভিযান চালানো হয়েছে।এই অভিযানে এখন পর্যন্ত ৮ জনের বেশি সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে।

রাঁচির ঘটনার পাশাপাশি, পালামু জেলায়ও দিল্লি স্পেশাল সেল ও ঝাড়খণ্ড এটিএস অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। তাঁকেও সন্দেহভাজন হিসেবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল জানিয়েছে, দেশব্যাপী এই অভিযান এখনো চলছে এবং সন্ত্রাসবাদে জড়িত সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, আইএসআইএস-এর সঙ্গে জড়িত এই চক্রটি অনলাইনের মাধ্যমে যুবসমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিল।কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ। এই গ্রেফতারি দেশের নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে প্রশাসন।

সিএএ অসমে প্রাসঙ্গিক নয়, হিন্দু বাঙালিরা জানে তারা ভারতীয়: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন নিয়ে রাজ্যে কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই, কারণ হিন্দু বাঙালিরা নিজেদের ভারতীয় বলে নিশ্চিত এবং তারা ১৯৭১ সালের আগেই অসমে এসেছেন। তিনি জানান, হিন্দু বাঙালিদের বিদেশি হিসেবে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই।গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সিএএ অসমে প্রাসঙ্গিক নয়। হিন্দু বাঙালিদের বিদেশি মনে করার কোনও কারণ নেই, কারণ তারা ১৯৭১ সালের আগেই এখানে এসেছেন। তাঁরা জানেন, তারা ভারতীয়। তাই তারা সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্বের আবেদনও করেননি।"তিনি আরও বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে হিন্দু বাঙালিদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের ফেরত পাঠানো হবে এমন কোনো ইঙ্গিত তখন দেওয়া হয়নি। এই কারণেই, মুখ্যমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত সিএএ-এর অধীনে মাত্র ১২টি আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে মাত্র তিনজনকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।সিএএ বিরোধী আন্দোলনে পাঁচজন নিহত হওয়ার ঘটনাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "যেখানে আন্দোলনে প্রাণ হারিয়েছেন মানুষ, সেখানে আবেদন হয়েছে মাত্র হাতে গোনা। এর থেকেই বোঝা যায়, এই আইন অসমের বাস্তবতায় বিশেষ প্রভাব ফেলে না।"তিনি জানান, ২০২৫ সালের 'অভিবাসন এবং বিদেশী' আদেশ' জারির পর থেকে আর কোনো আবেদন জমা পড়েনি। এই আদেশ অনুসারে, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এর আগে ভারতে আসা সংখ্যালঘুরা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান বৈধ নথিপত্র ছাড়াও ভারতে বসবাস করতে পারবেন। তবে সিএএ শুধুমাত্র ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগেই আগতদের নাগরিকত্ব প্রদানের সুযোগ দেয় অসম চুক্তির কথা উল্লেখ করে বিরোধী দলগুলি এবং অল অসম ছাত্র সংঘ সিএএ ও নতুন ছাড় আদেশের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাঁদের মতে, ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন, তাঁদের চিহ্নিতও বহিষ্কারের কথা বলা হলেও, সিএএ-তে তা ২০১৪ এবং নতুন আদেশে ২০২৪ পর্যন্তবাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যা অসম চুক্তির পরিপন্থী।

এই নিয়ে প্রশ্ন করলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, "যদি লক্ষ লক্ষ আবেদন জমা পড়ত, তবে সরকার এই নিয়ে পদক্ষেপ নিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত সংখ্যাটা অত্যন্ত সামান্য, তাই এই আইন অসমে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক।"উল্লেখ্য, অসম চুক্তি ১৯৮৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং এটি রাজ্যের ছয় বছরব্যাপী বিদেশি বিরোধী আন্দোলন শেষ করে। ওই আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়। চুক্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর যাঁরা এসেছেন, তাঁদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গণ্য করা হবে।বর্তমানে, সিএএ ও সংশ্লিষ্ট আদেশগুলির মাধ্যমে সেই সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়াকেই বিরোধীরা রাজ্যের ভাষা, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের জন্য হুমকি বলে দাবি করছে।

তবে মুখ্যমন্ত্রী শর্মা জানিয়েছেন, "সিএএ অসমের জন্য নয় অন্তত এই মুহূর্তে। এই রাজ্যে হিন্দু বাঙালিরা তাদের পরিচয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। তাই নাগরিকত্বের জন্য তাঁদের সিএএ-র দরকার পড়ে না।"

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং মরণোত্তরভাবে পি ভি নরসিংহ রাও স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর : ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ও জাতি-নির্মাণে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মনমোহন সিং-কে মরণোত্তরভাবে পি ভি নরসিংহ রাও স্মৃতি পুরস্কার (অর্থনীতি)-এ ভূষিত করা হয়েছে।

হায়দরাবাদ-ভিত্তিক পি ভি নরসিংহ রাও মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ড. সিং-এর স্ত্রী গুরশরণ কৌর তাঁর হয়ে এই সম্মান গ্রহণ করেন।পুরস্কারটি প্রদান করেন প্রাক্তন পরিকল্পনা কমিশনের উপাধ্যক্ষ ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি কেন্দ্র -এর বিশিষ্ট ফেলো মনতেক সিং আহলুওয়ালিয়া।

পিভিএনএমএফ -এর সভাপতি কে. রামচন্দ্র মূর্তি এবং সাধারণ সম্পাদক মধমচেট্টি অনিল কুমার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।এই পুরস্কার প্রতি বছর অর্থনীতিতে অসামান্য অবদানের জন্য প্রদান করা হয়।

ধরাশিবে 'ধুম' স্টাইলে চলন্ত ট্রাকে ডাকাতি, গ্রেফতার ৬

ধরাশিব, ১০ সেপ্টেম্বর : চলন্ত ট্রাকের উপর চড়ে সিনেমার 'ধুম' স্টাইলে ডাকাতি মহারাষ্ট্রের সোলাপুর-ধুলে হাইওয়ের কাছে রতনপুর গ্রামের কাছে ঘটে যাওয়া এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ভিডিও-র ভিত্তিতে ধরাশিব জেলা অপরাধ শাখা অভিযান চালিয়ে ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, একটি চলন্ত ট্রাকের উপর দুই ডাকাত উঠে পড়ে এবং সেখান থেকে চুরি করা জিনিসপত্র মোটরবাইকে থাকা সঙ্গীদের হাতে তুলে দেয়। পুরো ঘটনাটি দিবালোকে ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ঠিক কী চুরি হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়। তবে ওই এলাকায় একাধিক ট্রাক লুটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে ধৃতদের যোগসূত্র আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এছাড়াও, মহারাষ্ট্রের ইয়ারমালা এলাকাতেও এমন একাধিক ডাকাতির অভিযোগ উঠেছে, যেখানে রাতে ট্রাক থামিয়ে চালকদের মারধর করে লুট করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই চক্রটি একটি সুসংগঠিত দল, যারা চলন্ত ট্রাক টার্গেট করেই চুরি করত। জিজ্ঞাসাবাদের পর চুরি হওয়া মালপত্র এবং আরও সদস্যদের পরিচয় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন।

বুধবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পুজোর সময় প্রাণভরে পেটপুজোয় বাড়তে পারে কোলেস্টেরল

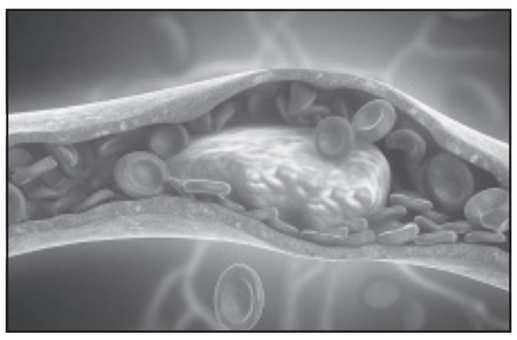

পুজো এবার কড়া নাড়তে শুরু করেছে দরজায়। আর পুজো আসা মানেই ভূরিভোজ মাস্ট! ফলে শরীরের দফা রফা হওয়ার আশঙ্কাও সরিয়ে রাখা যায় না। অনিয়মে বাড়তে পারে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা। একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এখন থেকেই মেনে চলুন এই নিয়ম। তাহলে পুজোয় দিব্যি সুস্থ থাকবেন আপনি।

আসলে যেকোনও বয়সেই কোলেস্টেরল বেড়ে যেতে পারে। এমনকী কম বয়সে নিয়ম মেনে না চললেও রক্তে বাড়তে পারে কোলেস্টেরল। নিয়মিত শরীরচর্চার অভাব, অত্যধিক হারে বাইরের খাবার খাওয়া, তেল-মশলা ও চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়ার প্রতি ঝোঁক থাকলে কোলেস্টেরল বাড়তে পারে।

কোলেস্টেরল ধরা পড়লে প্রথম থেকে সাবধান হওয়া জরুরি। রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল, বিশেষ করে খারাপ কোলেস্টেরল ধমনীর দেয়ালে জমা হয়ে প্লেক তৈরি করে। এই প্লেকগুলি ধীরে ধীরে ধমনীকে সরু করে দেয়। এর ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই আগেভাগে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন- কোলেস্টেরল বাড়লে দিনে এক ঘন্টা শরীরচর্চা করতেই হবে। নিয়মিত ব্যায়াম না করলে কোলেস্টেরল বশে আনা বেশ মুশকিল। জিমে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়িতেই করুন নির্দিষ্ট কিছু যোগ ব্যায়াম। সর্বাঙ্গাসন, ধনুরাসন, ত্রিকোণাসন বেশ উপকারী। এছাড়া হাঁটাহাঁটি, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো প্রভৃতিতেও বেশ কাজ দেয়।

চর্বিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন

কোলেস্টেরল বাড়লে চর্বিযুক্ত খাবার, বিশেষ করে স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। এই ধরনের ফ্যাটযুক্ত খাবার খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই চর্বিজাতীয় খাবার থেকে সবসময় নিজেকে দূরে রাখুন। খাসির মাংস, বার্গার, পেস্ট্রি, পাম তেল, কুকিজ প্রভৃতি এড়িয়ে চলুন।

ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান- ফাইবার দুই ধরনের হয়ে থাকে। দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয়। এর মধ্যে দ্রবণীয় ফাইবার কোলেস্টেরল কমাতে বেশি সহায়ক। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, বিশেষ করে দ্রবণীয় ফাইবার শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। ওটস, বার্লি, আপেল, কমলালেবু, ফুলকপি, বাঁধাকপি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

গ্রিন টি পান করুন- গ্রিন টি কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। গ্রিন টি-তে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, বিশেষ করে ক্যাটাচিন, শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত গ্রিন টি পান করলে শরীরের মোট কোলেস্টেরল এবং এলডিএল (খারাপ) কোলেস্টেরলের মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে। গ্রিন টি ছাড়াও ওট ড্রিংকস, সয়া ড্রিংকস এবং প্ল্যান্ট মিল্ক স্মুদি কোলেস্টেরল কমাতে বিশেষ সহায়ক। লেবু জল বিশেষ উপকারী- ঈষদুষ্ণ জলে লেবু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে পান করুন। এতে উপকার পাবেন। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি এবং ফ্ল্যাভোনয়েড যৌগ খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এই পানীয় দিয়ে দিন শুরু করলে শুধু কোলেস্টেরল নয়, আরও অনেক রোগের ঝুঁকি কমবে।

শরীরের যত্ন নিতে দারুণ উপকারী ইলিশ

ইলিশ ছাড়া বাঙালির বর্ষাকালটাই বৃথা। হেঁশেল থেকে ইলিশ ভাজার গন্ধ যতক্ষণ না ছড়িয়ে পড়ছে, ততক্ষণ বর্ষার মাধুর্য উপভোগ করা বাঙালির পক্ষে সত্যিই কঠিন! সর্ষে ইলিশ হোক বা বেগুন দিয়ে পাতলা ঝোল কিংবা পাতুরি সব ক্ষেত্রেই ইলিশ অনবদ্য। বর্ষার ইলিশের ভাগ হয় না। পাতে পড়লে নিজেকে পৃথবীর সবচাইতে সুখী মানুষ মনে হয়। তাই ইলিশ কিনতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হলেও পিছিয়ে আসা যাবে না কিছুতেই! তবে শুধু রসনাতৃপ্তিতেই সীমাবদ্ধ নয় জলের এই উজ্জ্বল শস্য। ইলিশের রয়েছে বহু স্বাস্থ্যগুণ। ইলিশ খেলে শরীরের কোন কোন রোগের ঝুঁকি কমে? কী উপকার পাওয়া যায়? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

হৃদরোগ প্রতিরোধ গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশ মাছের তেল। সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা। একদিকে যেমন জমিয়ে খাওয়া যায় শুধু স্বাদ ও তেলের গন্ধের কারণে, ঠিক তেমনই হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায় এই তেল। কীভাবে? ইলিশ মাছের তেলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার একইসঙ্গে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে শরীরকে ফিট রাখে। চোখের স্বাস্থ্য- ইলিশ মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। চোখের স্বাস্থ্যের জন্য এই উপাদানগুলি বিশেষ উপকারী। ভিটামিন এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে ও অন্ধত্ব প্রতিরোধে ইলিশ মাছের তুলনা হয় না। শরীরে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি দেখা দিলেই অস্টিওআর্থারাইটিস বা সাধারণ বাত রোগ দেখা দেয়। ইলিশ মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় এটি বাত রোগের ঝুঁকি কমায়।

হাঁপানি প্রতিরোধ- গবেষণায় দেখা গিয়েছে সামুদ্রিক মাছ ফুসফুসের স্বাস্থ্য রক্ষায় অত্যন্ত উপকারী। যাঁরা নিয়মিত ইলিশ মাছ খান তাঁদের ফুসফুস বেশি শক্তিশালী হয়। এমনকী শিশুদের হাঁপানি সারিয়ে তুলতে পারে ইলিশ মাছ। ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষা- ইলিশে উপস্থিত স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও প্রোটিন। ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করতে এর জুড়ি মেলা ভার। এছাড়া ইলিশে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বকের বলিরেখা ও ফাইন লাইন কমাতেও সহায়ক। নিয়মিত ইলিশ মাছ খেলে আপনার ত্বক থাকবে মসৃণ ও উজ্জ্বল।

কৈশোরে সন্তানকে ঠিক কতটা স্বাধীনতা দেবেন? বাবা-মা

সন্তান যখন জন্মায় তখন সে নিজের খিদে, ঘুমের কথাও ঠিকমতো বোঝাতে পারে না। কান্নার ধরন বুঝে মা বোঝেন তার চাহিদার কথা। সেই সন্তান ধীরে ধীরে বড় হয়। শৈশব পেরিয়ে কৈশোরের দিকে পা বাড়ায়। তখন নিজের মতো করে জীবন কাটাতে চান সন্তান। অথচ বাবা-মা তাঁকে আগলে রাখার চেষ্টা করেন। আর তা নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের মতবিরোধ তৈরি হয়। তার ফলে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। বাবা-মা এবং সন্তানের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হওয়া মোটেও কাজের কথা নয়। বরং একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠাই প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সন্তানকে সবসময় বেঁধে রাখার চেষ্টা ঠিক নয়। আবার বেশি স্বাধীনতা পেলে অল্প বয়সে সে ভুলভ্রান্তিও করে ফেলতে পারে। কৈশোরে ঠিক কতটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত সন্তানকে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হয়ে পড়েন বাবা-মা। কারণ, প্রত্যেক কিশোর- কিশোরীর বাস্তববোধ, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার ক্ষমতা একরকম নয়। তাই সন্তানের ধরন অনুযায়ী কতটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, তা স্থির করা প্রয়োজন।

স্বাধীনতা দেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স খুব বড় ফ্যাক্টর। যদি আপনার সন্তান ১৫-১৬ বছর বয়সি হয় তবে ভুলেও তাকে বেশি রাতে একা বাইরে কিংবা লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর স্বাধীনতা দেবেন না। তাকে বুঝিয়ে বলুন, এই স্বাধীনতা পেতে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

কোনও কিছুর স্বাধীনতা দেওয়ার আগে পরিষ্কার করে কথা বলে নিন। ঠিক যেমন: কখন বাড়ি থেকে বেরবে, কখন ফিরতে হবে, কতক্ষণ সময় সে বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতে পারে, ইত্যাদি।

যদি সে শর্তপূরণ না করে। তবে আপনাকে অবশ্যই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যবস্থা না নিলে সে বারবার একই ভুল করবে।

স্বাধীনতা পেলে কিছু কিছু দায়িত্ব নিতে হবে, তা বুঝিয়ে দিন। কিশোর সন্তানকে দায়িত্ব দিন। কাজগুলি সে করতে পারে কিনা খেয়াল রাখুন। তাতে সে দায়িত্বপরায়ণ হবে।

রোজকার কিছু ভুলে অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাচ্ছে ত্বক

চুল উঠে যাচ্ছে। কুঁচকে যাচ্ছে ত্বক। সঙ্গে হারাচ্ছে ঔজ্জ্বল্য। সময়ের আগেই যেন ত্বক ও চুলকে গ্রাস করছে বার্ধক্য। আপনিও কি একই সমস্যায় ভুগছেন? বারবার আয়নার সামনে দাঁড়ালেই মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে? তবে আপনার দিনলিপিতে আজই বদল করুন। এই ভুলগুলি করছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখুন। সানস্ক্রিন ব্যবহার নিয়ে অবহেলা: ত্বকের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সানস্ক্রিন। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে ত্বককে বাঁচাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত অর্থাৎ সারাবছরই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। নইলে ত্বক সময়ের অনেক আগেই বুড়িয়ে যেতে পারে। স্ক্রাবারের ব্যবহারিক পদ্ধতিগত ত্রুটি: মৃত কোষকে দূর করে ত্বককে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে স্ক্রাবারের জুড়ি মেলা ভার। তবে অতিরিক্ত জোরে স্ক্রাবার ঘষে ত্বক পরিষ্কার করবেন না। তাতে ত্বক খারাপ হয়ে যেতে পারে। দ্রুত হারাতে পারে ঔজ্জ্বল্য।

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে অনীহা: ত্বক শুষ্ক না দেখালে অনেকে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন না। তার ফলে ত্বকের ক্ষতি হয়। রূপচর্চা বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার ত্বক শুষ্ক হোক আর না হোক। প্রতিদিনের রুটিনে ময়েশ্চারাইজার থাকা প্রয়োজন। তাতে ত্বক আরও নরম এবং সুন্দর হবে। মেকআপ না তোলা: ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে রাতে মেকআপ তুলতে চান না অনেকেই। এই অভ্যাস কি আপনারও আছে? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে আজই অভ্যাস বদলান। রোজকার এই অভ্যাসের ফলে আপনার ত্বক কালচে হয়ে যাবে। তাতে সুদূর ভবিষ্যতে ক্ষতি হবে আপনারই। জোরে ঘষে আই ক্রিম ব্যবহার: চোখের তলার চামড়া কুঁচকে যাওয়ার সমস্যা হয় অনেকের। এই সমস্যা দূর করতে আই ক্রিম ব্যবহার করেন কেউ কেউ। জোরে ঘষবেন না। তাতে ত্বকের ক্ষতি হয়। পরিবর্তে হালকা হাতে আই ক্রিম মাসাজের অভ্যাস করুন। রূপটান সামগ্রী বাছাইয়ে ভুল: বেশি পরিমাণ অ্যালকোহলযুক্ত সামগ্রী রূপচর্চার জন্য ব্যবহার করবেন না। তা ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। তার পরিবর্তে হালকা (মাইল্ড) কোনও ক্রিম ব্যবহার করুন। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: শুধু মুখ নয়। গলার ত্বকেরও যত্ন নিন। নইলে তাড়াতাড়ি চামড়া ঝুলে যেতে পারে। অসময়ে ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া রুখতে অবশ্যই খাদ্যাভ্যাসের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ডায়েট ফল, সবজি এবং প্রচুর পরিমাণ জল যাতে থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পর্যাপ্ত ঘুমও কিন্তু সুন্দর ত্বকের গোপন চাবিকাঠি। তাই রাতে কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা ঘুমনোর চেষ্টা করুন। ২০ বমি কিংবা বমি ভাব অনেক কারণেই দেখা দিতে

একটানা গা গুলিয়ে উঠছে? কিংবা মাঝেমধ্যেই বমি বমি ভাব? বাসে-ট্রেনে অনেকেই এই সমস্যায় ভোগেন। আবার অফিসে সারাদিনের মানসিক চাপ, উদ্বেগ কিংবা খাওয়া-দাওয়ায় বেনিয়ম অনেক সময়ই এই সমস্যা তৈরি করে। তাছাড়া তাড়াহুড়োয় বাড়িতে নাকেমুখে গুঁজে কোনওরকমে অফিসে বেরিয়ে যাওয়া। কিংবা দিনের শেষে রাত করে বাড়ি ফিরে যাহোক খেয়ে ঘুমিয়ে পড়াও শরীরকে দিতে পারে এই সব লক্ষণ। তবে হঠাৎ করে রাস্তাঘাটে বমি পেলে বিপদে পড়তে হয় বইকী! শরীরে চলতে থাকে এক ধরনের অস্বস্তি। এক্ষেত্রে কী করবেন জেনে নিন।

শশা- গা গোলাতে থাকলে খালি পেটে থাকবেন না। অবশ্য ভারী খাবার খেলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই হালকা খাবার খান। এই সময় যদি একটা শশা খেতে পারেন তাহলে গা গোলানো ভাব কমবে। আপনি চাইলে মুড়ির সঙ্গেও শশা খেতে পারেন। মুড়ি হালকা খাবার। কাজেই কোনও সমস্যা হবে না। শরীরে জলের ঘাটতিও পূরণ করবে শশা। তবে নুন দিয়ে শশা এইসময় একদমই নয়। আদা কুচি- বমি বমি ভাব দেখা দিলে দু-একটা আদা কুচি চিবিয়ে খান। এতে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। আদাতে রয়েছে জিঞ্জেরল, শোগাওল ও প্যারাডলের মতো সক্রিয় যৌগ যা বমি হওয়ার প্রবণতা কমাতে সক্ষম। সরাসরি চিবিয়ে খাওয়ার পরিবর্তে আপনি আদা কুচি জলে ফেলে ফুটিয়ে সেই জল খেলেও উপকার পাবেন।

হাইড্রেশন- অনেক সময় শরীরে জল শূন্যতা তৈরি হয়। এর ফলে বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে। তাই পর্যাপ্ত জল পান করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। হঠাৎ করে বমি পেলে বা গা গোলানো শুরু হলে জল পান করুন। এইসময় ডাবের জল পান করলেও সুফল মেলে।

জোয়ান- ব্যাগে সবসময় জোয়ানের কৌটো রাখুন। বমি ভাব দূর করতে জোয়ানের কোনও বিকল্প হয় না। গা গোলালে জোয়ান চিবিয়ে খেতেই দেখবেন নিমেষে বমি ভাব চলে গিয়েছে।

লেবু পাতা ও পুদিনা- লেবু পাতার সুগন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই বমি ভাব দূর করে। এছাড়া পুদিনা পাতা গরম জলে ফুটিয়ে সেই জল পান করলে দারুণ ফল পাওয়া যায়।

বমি কিংবা বমি ভাব অনেক কারণেই দেখা দিতে পারে। পাকস্থলির সংক্রমণ, গ্যাস-অম্বলের সমস্যা কিংবা খাদ্যাভাসে বেনিয়ম যেকোনও কিছুর জন্যই এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। পাচনতন্ত্রের যেকোনও সমস্যাতেই বমি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সবার প্রথমে অন্ত্রের সুস্থতা বজায় রাখা প্রয়োজন। চটজলদি বমির লক্ষণ প্রশমিত করতে আমরা উপরের এই ঘরোয়া প্রাকৃতিক উপায় ব্যবহার করতেই পারি। কিন্তু বমি যদি যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ ছড়ায় মশা

বর্ষা এলেই মশার উপদ্রব বাড়ে। বৃষ্টির জমা জলে মশার লার্ভা জমা হয়। রাস্তাঘাটে জমা জলেও মশারা বংশবিস্তার করে। ফলে এসময় মশার জ্বালায় ঘরে থাকাই দায়। হয় মশারি খাটিয়ে থাকতে হয়। নাহলে মশার হাত থেকে মুক্তি পেতে রেপেলেন্ট, কয়েল বা স্প্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কিন্তু এই সমস্ত রাসায়নিক দিয়ে মশার উপদ্রব সাময়িক ভাবে ঠেকিয়ে রাখা গেলেও, শরীরে নানারকম অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নানারকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হয়। অত্যাধিক রাসায়নিক স্প্রে ব্যবহার করলে হাঁপানি বা র‍্যাশের মতো সমস্যা তৈরি হয়। শ্বাসযন্ত্র ও ফুসফুসের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন কিছু গাছ রয়েছে যা বাড়িতে থাকলে প্রাকৃতিক উপায়ে মশার উপদ্রব কমে। কীটপতঙ্গের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। কোন কোন গাছ? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

তুলসী- তুলসীর ওষধি গুণের কথা কে না জানে? তুলসী পাতায় রয়েছে ইউজেনল যা একটি সুগন্ধ যুক্ত যৌগ। এর গন্ধে পকামাকড় দূর হয়। বাড়িতে তুলসী গাছ থাকলে মশা, মাছির উপদ্রব কমে।

নিম- নিম পাতায় রয়েছে আজাদিরাচটিন নামক একটি যৌগ। নিমের তেল প্রাকৃতিক ভাবেই কীতপতঙ্গ দূর করতে সক্ষম। এমনকী নিমের এই উপাদান পোকামাকড়ের বৃদ্ধি ও প্রজননকে প্রভাবিত করে। তাই বাড়িতে নিম গাছ থাকলে সহজেই দূর হবে মশা। কমবে পোকামাকড়।

লেমনগ্রাস- বাড়িতে এই গাছ থাকলে আলাদা করে রুম স্প্রের প্রয়োজন পড়ে না। লেমনগ্রাস গাছ বা এর তেল উভয়ই মশা তাড়াতে ব্যবহার করা হয়। এতে থাকা সিট্রোনেলা এবং অন্যান্য যৌগ মশা তাড়াতে সাহায্য করে।

গাঁদা- মশা তাড়াতে গাঁদা ফুলের গাছ বেশ কার্যকর। গাঁদা গাছের বিশেষ গন্ধ মশা, পিঁপড়ে, মাছি সহ বিভিন্ন পোকামাকড়কে দূর করে। গাঁদা ফুলের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যার জন্য কীটপতঙ্গ এই গাছের কাছ ঘেঁষতে পারে না। সিট্রোনেলা- মশা, মাছি বা পিঁপড়ে তাড়াতে সিট্রোনেলা গাছের কোনও বিকল্প নেই। অনেকেই ঘর মোছার জন্য সিট্রোনেলার তেল ব্যবহার করেন। এতে কীটপতঙ্গ দূর হয়। আবার বেশির ভাগ ফিনাইলেও এই ভেষজের ব্যবহার হয়ে থাকে।

পুদিনা- পুদিনার তীব্র সুগন্ধ মশা তাড়াতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পুদিনা পাতার তেল এবং এর নির্য্যাস মশা তাড়ানোর প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে কাজ করে। আপনি চাইলে ঘরের আশেপাশে বা জানলার পাশে পুদিনা গাছ লাগাতে পারেন। অথবা পুদিনা তেল ব্যবহার করতে পারেন।

চুলের চর্চায় অপরিহার্য ভিটামিন ডি

ভিটামিন ডি এর অভাবে শরীরে না সমস্যা তৈরি হয়। হাড়ের সমস্যা, হাত-পায়ে ব্যথা, দুর্বলতা ইত্যাদি। কিন্তু এসব ছাড়াও ভিটামিন ডি'র অভাবে শরীরে নানা সমস্যার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় চুলও। শরীরে ভিটামিন ডি এর অভাবে চুল পড়ার মত সমস্যায় জেরবার হলে জেনে নিন কী উপায় অবলম্বনে এই সমস্যার সমাধান করবেন। চুলের গোড়া মজবুত থাকলে তবেই চুলের বাড়বৃদ্ধি সঠিক হবে। তার জন্য ভালো থাকতে হবে ফলিকল। ফলিকলেরও তাই পুষ্টি দরকার। আর এই ফলিকল তৈরিতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার অবশ্যই আপনার খাদ্যতালিকায় রাখবেন। ডিমের কুসুম এক্ষেত্রে অত্যন্তপুষ্টিকর একটি খাদ্য। এতে থাকা প্রোটিন, খনিজ, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট চুলের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সাহায্য করে। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ মাছ এক্ষেত্রে উপযোগী। মাছে থাকা এই উপাদান চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। এ তো গেল খাবারের কথা। কিন্তু আপনি চাইলে ভিটামিন ডি চুলে ব্যবহার করতেও পারেন। কী উপায়ে করবেন? চুলে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ প্যাক মাখতে পারেন। এক্ষেত্রে সবথেকে উপকারী ডিমের কুসুম। দুটি ডিমের কুসুমের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ নারকেল তেল, কয়েক ফোঁটা মধু দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর ২০ মিনিট মতো চুলে মেখে রেখে দিয়ে তারপর ধুয়ে শ্যাম্পু করে নিন।

যদি আপনার স্ক্যাল্প তৈলাক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই প্যাকে পাতিলেবুর রস ও অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে নিয়ে মাখতে পারেন চুলে একই পদ্ধতি অবলম্বনে। পাবেন হাতেনাতে ফলাফল।

হার্নিয়া রোগের কারণ ও চিকিৎসা পদ্ধতি জানালেন বিশিষ্ট সার্জন

হার্নিয়া নামটির সাথে কমবেশি সবাই পরিচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশদে জানে কজন? তাই এই মামুলি অসুখটিও কখনও কারও ক্ষেত্রে বড় বিপদ ডেকে আনে। তাই হার্নিয়ার নির্ণয় হলে দ্রুত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ছোট অপারেশন করে নিলে খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব। সাধারণভাবে হার্নিয়া হল পেটের দেওয়ালের একটি ত্রুটি বা ফাঁক যার মধ্যে দিয়ে পেটের ভিতরের চর্বি বা খাদ্যনালী বেরিয়ে আসে। এর ফলে পেটের বা কুঁচকির কোন অংশ ফুলে ওঠে এবং অনেক সময়ে ব্যথার সৃষ্টি হয়। হার্নিয়ার বেশ কয়েকটি অবস্থান এবং প্রকারভেদ রয়েছে। সাধারণ অঞ্চলগুলি কুঁচকি , নাভি, নাভির ওপরে বা নিচে এবং পূর্বে অপারেশন হয়েছে এমন স্থানে হয়ে থাকে। পেটের পেশি দুর্বলতা এবং বেশ কিছু সময় ধরে এই দুর্বলতা অবিরাম চলতে থাকার কারণে হার্নিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আরও যে কারণে হয়: হার্নিয়ার কারণগুলি হল কোনও জন্মগত ত্রুটি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেশির দুর্বলতা, অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলত্ব। এছাড়া আরও যে কারণগুলি হার্নিয়ার সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে সেগুলি হল কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্টেট বৃদ্ধির কারণে চাপ দিয়ে প্রস্রাব করা, ক্রমাগত কাশি, পেটে আঘাত বা অস্ত্রোপচার, যথেচ্ছ ভাবে অতিরিক্ত ভারী ওজন উত্তোলন, ধূমপান। পুরুষদের মধ্যে হার্নিয়ার সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুঁচকি অঞ্চলে দেখা যায় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায়শই নাভির কাছে পেটের অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। সঠিক সময়ে হার্নিয়ার চিকিৎসা না করা হলে হার্নিয়ার সমস্যা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। হার্নিয়ার ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা খাদ্যনালী জড়িয়ে গেলে যে কোনও সময় অসহ্য ব্যথা ও বমি হতে পারে যাকে অবস্ট্রাকটিভ হার্নিয়া বা স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া বলা হয়ে থাকে এবং তা প্রাণঘাতী হতে পারে। সঠিক চিকিৎসা কী? একটি লক্ষনীয় বিষয় হল হার্নিয়ার চিকিৎসা ওষুধের দ্বারা সম্ভব নয়। একমাত্র অপারেশনের দ্বারাই হার্নিয়ার চিকিৎসা সম্ভব। হার্নিয়া চিকিৎসার ভিত্তি হল বা জালি বসিয়ে হার্নিয়া রিপেয়ার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হার্নিয়া অপারেশন এখন অনেক উন্নততর হয়েছে এবং ল্যাপারোস্কপি সার্জারি বা মিনিমালি ইনভেসিভ পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তি এবং শল্য চিকিৎসকের দক্ষতার উপর হার্নিয়া চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে হল হার্নিয়া চিকিৎসার বিভিন্ন প্রকার এডভান্স ল্যাপারোস্কপি সার্জারি। উন্নত সার্জারিতে ব্যথা প্রায় নেই ল্যাপারোস্কপি সার্জারিতে কয়েকটি ছিদ্র করে দূরবীনের সাহায্যে অপারেশন করা হয় এবং বা জাল বসানো হয়। এর ফলে খুব দ্রুততার সঙ্গে সুস্থ হওয়া সম্ভব এবং ব্যথাও কম হয় এবং বেশি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। বর্তমানে রোবটিক সার্জারিতেও হার্নিয়া চিকিৎসা হচ্ছে।

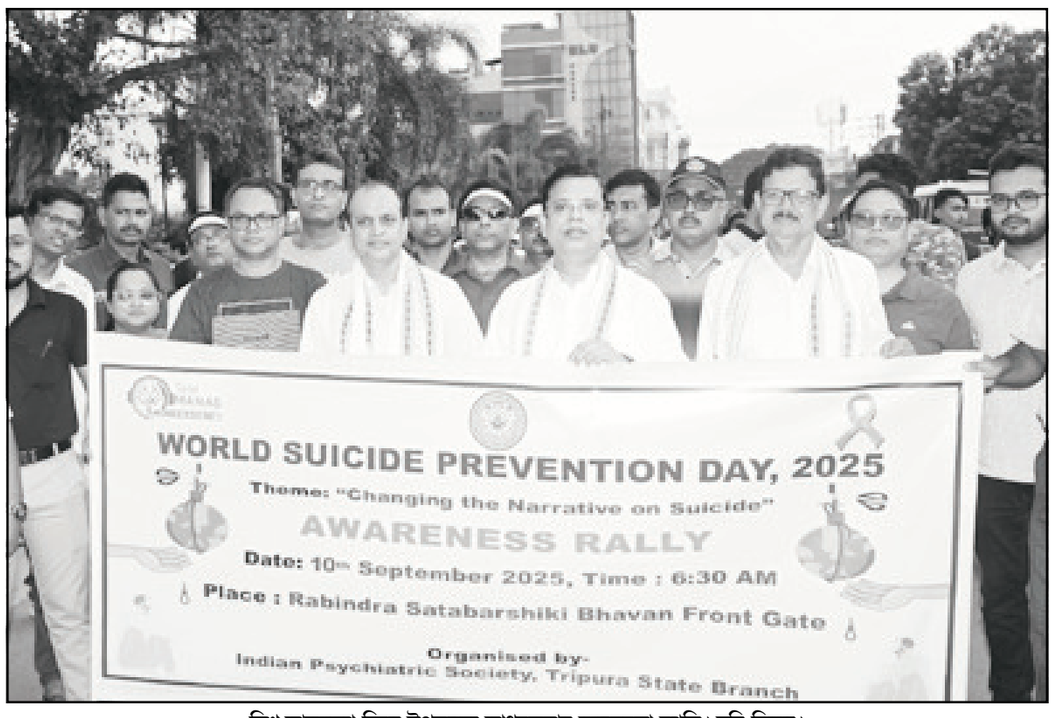

বিশ্ব আত্মহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর:ফের বেআইনি বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করল দামছড়া থানার পুলিশ। সোমবার গভীররাতে দামছড়া থানাধীন গান্ধিটিলা এলাকার পুলিশের রাত্রিকালীন টহলদারি চলাকালীন সড়কের পাশে থাকা টিআর০৫-জি-০৭২৩ নম্বরের একটি ওয়াগনার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ লক্ষ বার্মিজ সিগারেটের প্যাকেট উদ্ধার করে দামছড়া থানার পুলিশ। খুব সম্ভবত পাচারকারীরা পুলিশের আঁচ পেয়ে গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়।এবিষয়ে দামছড়া থানার ওসি সঞ্জয় মজুমদার জানান, বেআইনি উদ্ধার হওয়া বার্মিজ সিগারেট উদ্ধারের ঘটনায় প্রাথমিক একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর: সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে নেশাসামগ্রী পাচার অব্যাহত রয়েছে। পাচারের উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা নেশা সামগ্রী সহ এনসিনগর থেকে দুই নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও বিএসএফ।সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং ৮১নং বিএসএফ মিলে ২জন ড্রাগ প্যাডলারকে আটক করেছে। তাদের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ১০০টি এসকফ সিরাপ দুটি বস্তায় এবং ৬০০ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট একটি বান্ডেলে।প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায় যে, এগুলি তারা বাংলাদেশে পাঠাবে বলে রেখেছিল। এই নিয়ে সোনামুড়া থানাতে তাদের বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়। এই মামলাতে ওই এলাকা থেকে আরো অনেকে গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান।আজ তাদের আদালতে প্রেরণ করা হবে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। যাদেরকে নেশা সামগ্রী সহ আটক করা হয়েছে তারা হলো, ইদ্রিস মিয়া (৬০) ও মনুরা খাতুন (৫৬)। তাদের বাড়ি- এনসিনগর, ফকিরাদুলা, থানা- সোনামুড়া, সিপাহীজলা। পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে আরো কারা জড়িত রয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে পুলিশ। এধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে সোনামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে।

অম্পী চৌমুহনীতে অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান, তিনটি দোকানের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর:তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজ অম্পী চৌমুহনী থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত এক বিশেষ নজরদারি অভিযান সংঘটিত করা হয়। প্রশাসনিক অভিযানের মাধ্যমে মূলত দোকানগুলোতে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা হচ্ছে কিনা এই বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করা হয়।এই অভিযানের মাধ্যমে একাধিক দোকানের বিরুদ্ধে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা এবং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক দলের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে। এই অভিযানে নেতৃত্ব প্রদান করতে গিয়ে ডিসিএম অঞ্জন কুমার দাস দাবি করেছেন অবৈধভাবে পেট্রোল সহ মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগে তিনটি দোকানের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেখানেই অনিয়ম করা হবে সেখানেই প্রশাসন বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিপি রাধাকৃষ্ণনকে কংগ্রেসের শুভেচ্ছা, স্মরণ করালেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আদর্শ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর: নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। একই সঙ্গে দলটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে স্বাধীন ভারতের প্রথম উপররাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক বক্তব্য, যেখানে তিনি গণতন্ত্রে বিরোধীদের সমালোচনার অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের যোগাযোগ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক্স-এ এক পোস্টে লেখেন, ''ভারতের নবনির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কংগ্রেস। সেইসঙ্গে আমরা স্মরণ করছি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য।''

তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৫২ সালের ১৬ মে রাজ্যসভার প্রথম অধিবেশনে ড. রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন: ''আমি কোনও দলের নই, অর্থাৎ আমি এই সংসদের সব দলেরই। আমার প্রচেষ্টা থাকবে সংসদের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং প্রতিটি দলের সঙ্গে ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে আচরণ করা। কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, সবার প্রতি শুভকামনা।... একটি গণতন্ত্র সহজেই একনায়কতন্ত্রে পরিণত হতে পারে, যদি বিরোধীদের সরকারী নীতির ন্যায্য, স্বাধীন ও স্পষ্ট সমালোচনার সুযোগ না দেওয়া হয়।'' জয়রাম রমেশ আরও বলেন, ''ড. রাধাকৃষ্ণন যা বলেছিলেন, তা তিনি নিজেও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।''উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সিপি রাধাকৃষ্ণন ৪৫২টি ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বি সুদর্শন রেড্ডিকে ১৫২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণন তাঁর জয়কে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিজয় বলে অভিহিত করেছেন এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন।

১২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর:ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসব আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রাজঘাট মুক্ত মঞ্চে শুরু হবে। তা চলবে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

এ উপলক্ষে ১২ এবং ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুর ২ টা থেকে অনুষ্ঠান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক মানসামঙ্গল প্রতিযোগিতা, ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে দলগত মহকুমাভিত্তিক যোগা প্রতিযোগিতা, দুপুর ১২ টা থেকে রুদ্রসাগরে রাজ্যভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা, দুপুর ২ টা থেকে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। ৩ দিনব্যাপী নীরমহল জল উৎসবের প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান মঞ্চে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা হোস্টেল পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় অবস্থিত ভগিনী নিবেদিতা হোস্টেলযেখানে উপজাতি, সংখ্যালঘু ও ওবিসি সম্প্রদায়ের বহু ছাত্রীরা থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আজ এই হোস্টেলের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অবগত হয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

এদিন মন্ত্রী ছাত্রীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনের অসুবিধা ও পরিকাঠামোগত ঘাটতির বাস্তব চিত্র ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। আলোচনায় ছাত্রীরা ছোট থেকে বড় নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন, যা তারা দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করে আসছিলেন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ''এই হোস্টেল শুধু ছাত্রীদের থাকার জায়গা নয়, বরং তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এখান থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আগামী দিনে এই ছাত্রীদের সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। তাই তাদের যেন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয়, সেই দিকটিতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।''

তিনি আরও জানান, উত্থাপিত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক আলোচনা করা হবে। সরকারের লক্ষ্য ছাত্রীরা যাতে নিরাপদ, সুস্থ ও অনুকূল পরিবেশে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা।শিক্ষামন্ত্রীর এই আকস্মিক পরিদর্শনকে হোস্টেলের ছাত্রী ও অভিভাবকরা অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন। তাদের আশা, অতি শীঘ্রই বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটবে এবং ভগিনী নিবেদিতা হোস্টেল ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ তৈরির এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

মাত্র আট মাসেই নবনির্মিত রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ সেপ্টেম্বর: ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন পিচ ঢালাই রাস্তা। দমদমা থেকে চাতকছড়ি ভায়া দুর্গানগর মোট ৭টি কালভার্ট সমেত প্রকল্পটির কাজ শেষ হয় ২০২৫ সালের ১১ জানুয়ারি। তত্ত্বাবধান করছিলেন এনএইচ ডিভিশন পিডব্লিউডি বাইখোড়া, শান্তির বাজার। কিন্তু মাত্র আট মাস যেতেই সেই রাস্তা যেন ভেঙে পড়ছে দুর্নীতির কালো ছায়ায়। সামান্য কাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেই উঠে আসছে পিচের আস্তরণ।এলাকাবাসীর অভিযোগ, নির্মাণের সময় বিটুমিন লেয়ারেও মানা হয়নি কোন নিয়মনীতি। যার ফলেই ধীরে ধীরে ভাঙনের চেহারা নিয়েছে রাস্তা।শুধু রাস্তা নয়, কালভার্টেও দেখা দিয়েছে ফাটল। অভিযোগের তীর ঠিকাদার কিশোর রায় ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার থায় মগের দিকে। তাদের যুগলবন্দিতেই চলছে সরকারি অর্থ লুটপাটের মহোৎসব।অভিযোগ আরও গুরুতর, সাব্রুমের একাধিক রাস্তা নির্মাণের বরাত রয়েছে ঠিকাদার কিশোর রায়ের হাতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একই চিত্র নিম্নমানের কাজ, দুর্নীতি আর অনিয়ম।প্রশ্ন উঠছে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কেন উন্নয়নের মুখ দেখতে পারছেন না সাধারণ মানুষ? এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর:বিলোনীয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাব আজ মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের মতো সামাজিক কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমে জানান দিল শারদীয়া দুর্গোৎসবের। পূজার দিনগুলোতে যাতে সুস্থভাবে মায়ের দর্শন করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে মঙ্গলবার সকালে ক্লাব প্রাঙ্গনে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। রাজ্য ও জেলায় কর্তব্যরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় বিলোনিয়াবাসী।

মেডিসিন, চক্ষু চিকিৎসক, নাক-কান-গলা, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ,অর্থোপেডিক,শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে এইদিন। বিভিন্ন রোগের রক্ত পরীক্ষাও ছিল এই শিবিরে।বিশেষজ্ঞ মেডিসিন চিকিৎসক ডাঃ অচিন্ত্য পাল, ডাঃ দেবাশীষ পাল, এজিএমসির ডেপুটি এম এস ডাঃ চৌধুরী সহ মোট চৌদ্দ জন চিকিৎসক এইদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে। এই শিবিরে পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ ও প্রদান করা হয়।স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনায় সহযোগিতা করেন অল ত্রিপুরা মেডিকেল এসোসিয়েশন, এজিএমসির চিকিৎসক এবং এন আর এইচ এম, দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তর।প্রায় ৫০০ শতাধিক রোগী স্বাস্থ্য শিবিরের সুবিধা গ্রহন করবেন বলে আশা ব্যাক্ত করেন ক্লাব কর্তৃপক্ষ।জনগন যেন অতি সহজে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহন করতে পারে তার জন্য ওরিয়েন্টাল ক্লাবের এই উদ্যোগ।স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল , তাই সকলের স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে সেই লক্ষ্য নিয়ে আজকের এই মেগা স্বাস্থ্য শিবির।বিলোনিয়া বাসি হাতের কাছে স্বাস্য পরিষেবা, বিনামূল্যে ঔষধ, ডাক্তারের পরামর্শ পেয়ে খুব খুশি। স্বাস্য পরিষেবা নেওয়ার জন্য সাধারন অংশের জনগণের উপচে পড়া ভীড় লক্ষ্য করা যায় স্বাস্থ্য শিবিরে।শিবিরে আসা সাধারন অংশের জনগণ ওরিয়েন্টাল ক্লাবের এইধরনের উদ্যোগের জন্য সাধুবাদ জানান। এই বিষয়ে ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সভাপতি শ্রীবাস সেন এবং দুর্গাপূজা কমিটির সম্পাদক বিজয় বিশ্বাস সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার পৌরহিত্যে পেঁচারথলে পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পেঁচারথল, ১০ সেপ্টেম্বর: মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমার পৌরহিত্যে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পেঁচারথলে। পেঁচারথল ব্লকের কনফারেন্স হলে আজ অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তমাল মজুমদার, ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের ডিরেক্টর তড়িৎকান্তি চাকমা, কুমারঘাট মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, পেচারতল ব্লকের বিডিও ওঙ্কার দেব সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।বৈঠকে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বৈঠকে বলেন, ''সরকারি প্রকল্পগুলি মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই কোনো কাজ অসমাপ্ত পড়ে থাকা উচিত নয়। যেসব কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।''অন্যদিকে জেলাশাসক তমাল মজুমদার জানান, জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির কাজ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটাতে সব দপ্তরকেই সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে।ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের ডিরেক্টর তড়িৎকান্তি চাকমা বলেন, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের জীবিকা উন্নয়নে সরকার একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলি যাতে দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। বৈঠকে আরও জানানো হয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা দ্রুত সমাধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাচালী পাঠ উৎসবের সূচনা করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঁচালী পাঠ আমাদের সমাজের একটি প্রাচীন গ্রামীণ ধর্মীয় সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতি পরম্পরাগত ভাবে আমাদের সমাজের সুস্থ ভাবধারা ও চিন্তাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আজ বনকুমারী নাট মন্দিরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং আগরতলা পুরনিগম ও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহযোগিতায় দু''দিনব্যাপী মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাঁচালী পাঠ উৎসব-২০২৫ এর সূচনা করে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার একথা বলেন।তিনি বলেন, এই সংস্কৃতি সমাজ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সমাজকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তাই আমাদের এই প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই শিল্প সংস্কৃতিকে হারিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না।এই সংস্কৃতি হারিয়ে গেলে আমাদের সমাজও অসুস্থ সংস্কৃতির কবলে পড়ে অবক্ষয়ের দিকে চলে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এই সংস্কৃতির বীজ ধারাবাহিক ভাবে প্রোথিত রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এই ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আগামী প্রজন্যকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য এই ধরণের সংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে শুধুমাত্র পাঁচালী পাঠের মধ্যে এই প্রতিযোগিতাকে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনা বা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা রাখার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে মঙ্গলকাব্যের বিশেষত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য ও সমাজসেবী তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বপ্না দাস। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস (দত্ত), পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য দেবব্রত বণিক প্রমুখ।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ৫ জন মহিলাকে গৃহলক্ষ্মী সম্মাননা পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গৃহলক্ষ্মী পুরস্কারপ্রাপ্ত মহিলাগণ হলেন অজন্তা আচার্য, রিংকু ঘোষ, পার্বতী দাস, তাপসী সাহা এবং মীরা সরকার। বিশিষ্ট অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। গীতা পাঠ ও সত্যনারায়ণ পাঁচালী পাঠ এর মধ্য দিয়ে আজকের মঙ্গলকাব্য ও পুঁথিপাচালী পাঠের প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি শুরু হয়। আজ ১২টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। দু''দিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলবে।

ADMISSION NOTIFICATION FOR PG COURSES, 2025-26
(ENGLISH AND BENGALI)
File No.: 4(6)/Academic/NSM/UDP/2021/ Date: 09/09/2025
Applications are invited for admission to Post Graduate Courses in the subjects.
English and Bengali (10 seats each) for the academic session 2025-26 at Netaji Subhash Mahavidyalaya. Udaipur. Interested candidates seeking admission can download the application from the college website (https://nsmahavidyalaya.ac.in/) and submit the hard copy of the same to the office of the undersigned w.e.f 11th September 2025 till 16th September 2025. during working days from 11 am to 3 pm. The merit list for admission will be published on 17th September 2025 and the Admission will be conducted on 18th & 19th September 2025 from 11am to 3 pm. The
admission will be on the basis of merit and following the reservation policy of Govt. of Tripura.
Applicants should submit the photocopies of the following self attested documents with the application form:
1. Age Proof certificate
2. Marksheet of Madhyamik or Equivalent Examination
3. Marksheet of Higher Secondary or Equivalent Examination
4. Marksheets of all semesters of UG Programme Examinations
5. SC/ST/PWD certificates issued by the competent authority
6. AADHAAR Card
7. 02 (two) recent passport size photographs

Principal
Netaji Subhash Mahavidyalaya
Udaipur. Gomati. Tripura
ICA/D-939/25

No. 5801/F.535/ACRRTTC/QM/SQ(Part-II/2025
Dated the, 8th September, 2025
//Short Notice Inviting Quotation //
Sealed Short Notice Inviting Quotation are invited in 2 (two) bid system (Technical & financial bid) by the undersigned on behalf of the Government of Tripura from the reported and experienced Manufacture / Supplier / Agent / Authorised dealer / firm / Interest person for supply of 10 (ten) Nos. CCTV Camera with all accessories including installation charge for use in A. Ch. Rama Rao TSR Trg. Centre R. K. Nagar, West Tripura for the year 2025-26.
The S.N.I.Q form with detailed description of items with Terms & Condition may be collected from the office of the Commandant, A., Ch., Rama Rao TSR Trg. Centre, R. K. Nagar on any working days during office hour from 11.00 to 1500 hrs paying Rs-200/-(Two Hundred) of cost up to 15/09/2025
The SNIQ would be received at the office of t he undersigned up to 1700 hrs 15/09/2025. By speed post / courier service / by hand and will opened on next working day, in presence of parties who maye to present in the office of the Commandant, A. Ch. Rama Rao TSR Trg. Centre, R. K. Nagar.
(Dilip Debbarma)
Commandant
ACRR TSR Training Centre
R.K. Nagar, Tripura West.
ICA/C-2227/25

NIT NO: e-PT-12/EE/RD/MNU/D/2025-26, dt.08-09-2025
On behalf of the Governor of Tripura. the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) Construction work & Electrification Work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-6 PNIT Printing at SL No.1 to 3 up to 2.00 P.M on 16-09-2025 and Printing at SL No.4 up to 2.00 P.M on 23-09-2025 as per the terms condition mentioned in DNIT. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Binoy Kr. Jamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai
ICA/C-2214/25

CORRIGENDUM
In partial modification to the Request for Proposals (RFP) uploaded in the https://tripuratenders.gov.in vide Tender ID:2025_CEPWD_63878_1,(RFP NO: 03/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/BRIDGE/ 2025-26) under the title "Construction of 2- Lane elevated corridor from IGM Chowmuhani to Circuit House Island via RMS Chowmuhani-Bidurkarta Chowmuhani - Colonel Chowmuhani-North Gate-Radhanagar including one link towards Orient Chowmuhani from Ch.0.375 Km (near RMS Chowmuhani) and development of at-grade road below the elevated corridor along with Junction improvement at IGM Chowmuhani and Circuit House Island in Agartala City, Tripura on Engineering, Procurement & Construction (EPC) mode." please read:
Bid Documents Downloading end date and Time is 25-09-2025 upto 3:00 PM instead of 02-09-2025 at 3:00 PM, the last date of receipt of bid is 25/09/2025 up to 3:00 pm in place of 02/09/2025 up to 3:00 pm. And the time and date of opening of bid- is 25/09/2025 at 4.00 pm instead of 02/09/2025 at 4.00 pm.
All others terms & conditions shall remain unchanged.
For & on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer, (PWD)
Agartala Division No-I Agartala
ICA/C-2208/25

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 26/EE/AGRI/W/2025-26
The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in Single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl No.	Name of work & e-D.N.I.T No	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-Bidding	Date of Opening	Class of Tender
1	Setting up of new Agri Dev. Research Training Centre with IT facility/S Installation of 5(five) No. SBDTW (150 X 100 100 mm dia nominal bore) submersible pump set having capacity 2H Kathalia, Nalchar, Jirania, Lefunga Kalyanpur. (35/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	13,57,266	27,145	Upto 22/09/2025 At 2.00 PM	On 22/09/2025 At 3.00 PM (If Possible)	Appropriate Class
2	Construction of Village Level Farmers Advisory Centre/S.H:- Installation of 7(seven) nos S.B.D.T.W (100 mm x 100 mm N/B) at Lalsingmura (Bishalgarh), Kamalghat (Bamutia), Nabasantiganj, (Jampuijala, Sonatala (Khowai), Dukli, Madhya Krishnapur (Teliamura) & Bamutia. (36/AGRI/EE(WEST)/2025-26)	11,44,144	22,883			

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)
ICA/C-2216/25

PNIT NO.: 39/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 08/09/2025
The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Last date and time for document downloading and Bidding	Time and Date of Opening of Bid/Technical Bid
1	DNIT No. 104/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call)	Upto 3.00 PM on 15/09/2025	At 4.00 PM on 15/09/2025 (If Possible)
2	DNIT No. 106/DNIT/EE/MNP/ PWD(R&B)/2025-26 (2nd Call)		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B),
Mohanpu, west Tripura.
ICA/C-2222/25

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে শহরে সচেতনতামূলক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: আজ বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। এ উপলক্ষে আগরতলায় আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টি থেকে মা বাবাকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

বুধবার বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস। আর এই উপলক্ষে ইন্ডিয়ান সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে আগরতলা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে এক সচেতনতামূলক রেলি সংঘটিত করা হয়। রেলিতে রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

এদিনের সচেতনতা মূলক রেলি থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে গিয়ে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন মা-বাবা এবং অভিভাবকদের আত্মহত্যা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ছেলেমেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। সেই সাথে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন বাল্যবিবাহ এবং অন্তঃসত্তার কারণেও সুসাইড প্রবণতা বাড়ছে। সেই বিষয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সচেতন করার পরামর্শ দেন। যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ডিপ্রেশনে ভুগছেন তাদের মা-বাবাকে সাইক্রিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী টিংকু রায়।

আনন্দ মার্গকে সন্ত্রাসবাদী বলেছেন মানিক সরকার, প্রতিবাদে সরব ধলাই জেলার আনন্দমার্গ প্রচার সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ সেপ্টেম্বর: সম্প্রতি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সিপিআইএমের একটি দলীয় কর্মসূচিতে প্রকাশ্যে বক্তৃতায় আনন্দ মার্গকে সন্ত্রাসবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার কমলপুর প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ধলাই জেলার আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের ভূক্তি প্রধান তন্ময় দেবনাথ।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার ভূক্তি সদস্য চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ, আনন্দ মার্গ প্রচার সংঘের কমলপুর ইউনিটের প্রাক্তন সচিব নিখিল দেবনাথ, কমলপুর ইউনিট সদস্য সন্তোষ দেবনাথ ও সমীর ঘোষ প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে ধলাই জেলার আনন্দ মার্গের প্রচার সংঘের ভূক্তি প্রধান তন্ময় দেবনাথ বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দলীয় কর্মসূচিতে প্রকাশ্যে আনন্দ মার্গকে সন্ত্রাসবাদী বলেছেন ,এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি ঠিক করেননি।

আনন্দ মার্গ প্রচার সংঘ সারা বিশ্বে ২০০টি দেশে সেবা মূলক কাজ করে যাচ্ছে। আনন্দ মার্গ স্কুল চালায়। আমাদের আনন্দ মার্গ স্কুলের শিক্ষা উন্নত মানের। রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতার ছেলে মেয়েরা, তাদের নাতি, নাতনিরা আনন্দ মার্গ স্কুলে পড়াশোনা করে বড় হয়েছেন। যদি আনন্দ মার্গ সন্ত্রাসবাদী হয়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নেতাদের ডেকে না করে দিক তাদের ছেল,মেয়ে ও নাতি নাতনিদের আনন্দ মার্গ স্কুলে যেন না পড়ায়।

হালাহালি বাজারে বিজেপির শক্তি কেন্দ্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ সেপ্টেম্বর: হালাহালি বাজারে বিজেপির শক্তি কেন্দ্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জনতা পার্টি কমলপুর মণ্ডলের অন্তর্গত ১৬ নং শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে হালাহালি বাজার এলাকায় শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফটিকরায় রাধানগর এলাকায় বেহাল এনএইচ — ২০৮ বিকল্প জাতীয় সড়ক, প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষোভ

কুমারঘাট, ১০ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফটিকরায়ের রাধানগর আসাম রাইফেলস ক্যাম্প সংলগ্ন এনএইচ-২০৮ বিকল্প জাতীয় সড়কের একটি অংশ। ফলে প্রতিদিনই চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে লরি ও অন্যান্য যানবাহনের চালকরা।

লরি চালকেরা জানান, রাস্তার জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে একের পর এক লরি আটকে পড়ছে ওই এলাকায়। বর্তমানে প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি লরি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে বলে অভিযোগ। এর ফলে শুধু যানচলাচলই ব্যাহত হচ্ছে না, আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়ছেন পরিবহন ব্যবসায়ীরা। চালকদের অভিযোগ, রাস্তার এই সমস্যার কথা বারবার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন এই রাস্তা পারাপার করতে হচ্ছে লরি চালকদের। তারা দাবি তুলেছেন, প্রশাসন যেন অবিলম্বে এলাকাটি পরিদর্শন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থা “জিৎ কনস্ট্রাকশন”-কে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়।

বহি:রাজ্য থেকে মাল বোঝাই লরি নিয়ে আগরতলা যাওয়ার পথে এমন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন চালকরা। তাদের অভিযোগ, রাস্তার সমস্যা সবাই দেখছে, কিন্তু কোনো উদ্যোগ নেই। তাই বাধ্য হয়ে আবার সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন।

অটো দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন যুবক

আগরতলা,১০ সেপ্টেম্বর: অটো দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যাত্রীর। ঘটনাটি ঘটেছে খেদাছড়া থানাধীন মনাছড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। মৃত যুবকের নাম প্রমিস রিয়াং (৩৩)। বাড়ি খেদাছড়া চন্দ্র কুমার পাড়ায়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে পেট্রোল আনার জন্য স্থানীয় একটি পাম্পে গিয়েছিলেন প্রমিস রিয়াং। ড্রামে করে পেট্রোল নিয়ে একটি অটোতে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বাড়ি থেকে মাত্র এক থেকে দুই কিলোমিটার দূরে মনাছড়া ব্রিজের কাছে পৌঁছতেই অটোটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

গুরুতর জখম অবস্থায় প্রমিসকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। হঠাৎ এই মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবার ও স্থানীয় এলাকায়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দ্রুত যোগাযোগের জন্য পুলিশ প্রশাসনের হাতে ওয়াকি-টকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ সেপ্টেম্বর: প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা দুর্যোগের সময় প্রায়শই বিদ্যুৎ বা কেবল নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়ে, ফলে মোবাইল যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হয় এবং প্রশাসনিক সমন্বয় কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ধর্মনগর থানা ও ট্রাফিক দপ্তরের ১৩ জন আধিকারিকের হাতে ওয়াকি-টকি সেট তুলে দেওয়া হয়।

ধর্মনগর থানায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকসহ থানার পুরুষ ও মহিলা পুলিশকর্মীরা।

জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার উভয়েই বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষা করা সবচেয়ে জরুরি। সেই প্রয়োজনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ওয়াকি-টকি বিতরণ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে উদ্ধারকাজকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করে তুলবে।

প্রধান সমাজপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা আজ প্রধান সমাজপতিদের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাৎ করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মূল্যবান মতামত শোনেন।

সাক্ষাৎকালে বক্তব্য রাখতেই ডঃ সাহা বলেন, আমাদের সরকার জনজাতি ভাই-বোনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যতক্ষণ না আমরা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তুলি, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ভ্রাতৃত্ব আস্থা, বিশ্বাস ও একে অপরের প্রতি সমর্থনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এবং সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।

তিনি বলেন কোনও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। আমাদের প্রতিদিনের কাজের মধ্য দিয়েও এই ভ্রাতৃত্ববোধকে শক্তিশালী করতে হবে।

ত্রিপুরার আগরের জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন করেছে রাজ্য সরকার: মন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর এবং বনদপ্তরের উদ্যোগে রাজ্য সরকার আগরকে কৃষি-বনায়নের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এর পাশাপাশি আগর নার্সারি গড়ে তুলে কৃষকদের বিনামূল্যে চারা বিতরণের সিদ্ধান্তও নেওয়া হচ্ছে। আজ অল ত্রিপুরা আগর উড অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর তিনি এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার আগরের চাহিদা শুধু রাজ্যে নয়, দেশের বাইরেও ব্যাপক। আগরকে কৃষি-বনের অন্তর্ভুক্ত করলে রাজ্যে জিএসটি আয়েরও বৃদ্ধি হবে। তিনি আরও জানান গত বছর উত্তর জেলার কদমতলায় আগর চাষের ফলে রাজ্য সরকার বিপুল জিএসটি রাজস্ব পেয়েছে, যা সরকারের জন্য লাভজনক হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন এখন কৃষকরাও আগর চাষে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। মন্ত্রিসভায় আমি আলোচনা করব কীভাবে আগর চাষ আরও জোরদার করা যায়। আগের সরকার এ বিষয়ে কিছুই করেনি। ২০২১ সালে আমাদের সরকার ত্রিপুরা আগর উড নীতি প্রণয়ন করেছে। ত্রিপুরার আগর বিশ্ববিখ্যাত।

মন্ত্রী আরও জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ত্রিপুরার আগরের জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন করেছে। গত বছর রাজ্যে আগরের চিপস ও তেল বিক্রি হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকার। কদমতলার মতোই রাজ্যের অন্যান্য জেলার কৃষকরাও আগর চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই গোডরেজ, পতঞ্জলির মতো বড় বড় সংস্থা এখানে কাজ করতে এসেছে। রাজ্য সরকার, কৃষি ও বন দপ্তর আগরকে কৃষি-বনের অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি আগর নার্সারি গড়ে তুলে বিনামূল্যে চারা বিতরণের পরিকল্পনা করছে। মুখ্যমন্ত্রীও এই উদ্যোগে বিশেষ আগ্রহী বলে জানান মন্ত্রী।

নলুয়া বাজারে তামাক বিরোধী অভিযান, আইন ভাঙায় জরিমানা ৬ ব্যবসায়ীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে নলুয়া বাজার ও আশপাশের স্কুল এলাকায় আজ চালানো হল ঙ্খপ্তঞ্চঙ্গ আইন ২০০৩ অনুযায়ী বিশেষ অভিযান। স্বাস্থ্য বিভাগ ও হৃষ্যমুখ ফাঁড়ি থানার যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানে জনসমাগমস্থানে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ (ধারা ৪), আঠারো বছরের কম বয়সীদের কাছে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ (ধারা ৬(এ)) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ গজের মধ্যে তামাক বিক্রি নিষিদ্ধ (ধারা ৬(বি)) সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। অভিযান চলাকালীন ঙ্খপ্তঞ্চঙ্গ ২০০৩-এর ধারা ৬(এ) ভঙ্গ করার অপরাধে ৬ জন ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জ্যোতির্ময় দাস বলেন, “এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো তামাক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা।”

দেশের মালিক

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন কীরিট বিক্রম। ভালো কাজ করছেন বলে, জিতেন্দ্র চৌধুরীকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু কীরিট বিক্রম কিশোর দেববর্মণকে হত্যা করেছে সিপিআইএম, এই কথা অযৌক্তিক। দেশে আইনের শাসন রয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বলেই দাবি করেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়াও ত্রিপুরার মালিক হিসেবে নিজেকে আখ্যায়িত করার বিষয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, রাজ্যটি সবার। জনগণই এর আসল মালিক। তাই প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন যে ধরনের বক্তব্য রাখছেন তার কোনো ভিত্তি নেই বলেই দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।

‘হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার বার’

● প্রথম পাতার পর

পরবর্তীতে বারটির সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

এর ফলে বারটির মালিক ও লাইসেন্সধারী গৌতম দেবনাথের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা আবগারি আইন, ১৯৮৭—এর ধারা ৪০(১)(সি) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শো-কজ নোটিশে তাকে জবাব দিতে বলা হয়েছে কেন তার বার লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা হবে না। আগামী তিন দিনের মধ্যে লিখিত ব্যাখ্যা দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে দপ্তর একতরফা সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানানো হয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স

● প্রথম পাতার পর

এসে আহত চালককে গাড়ি থেকে বের করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

নাগরিক বান্ধব

● প্রথম পাতার পর

ছিলেন। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিজ্ঞেস করছিলেন যে নতুন ক্রিমিনাল আইন নিয়ে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে সমস্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা অনেক দিক দিয়ে সামনের সারিতে রয়েছে। আজ এখানে তিনটি নয়া ফৌজদারী আইন নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে ত্রিপুরা একমাত্র রাজ্য, যেখানে এধরণের আয়োজন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে সবদিক দিয়ে যেকোন প্যারামিটারে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। রাজ্যে আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকরা যেকোন বিষয়ে সচেতন। এতে অনেক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা জাতীয় স্তরেও আমাদের সুনাম অক্ষুণ রাখছি। বিভিন্ন সময়ে আমাদের সম্মানিতও করা হয়। আজ নতুন তিনটি আইন - ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নিয়ে আলোকপাত ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত, এই তিনটি আইনে কি কি হবে সেবিষয়ে বিশদ ধারণা দিতে এই ৫ দিনের প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এখন সব বিষয়ে সংস্কার হচ্ছে। ডি রেগুলেশন হচ্ছে। ব্রিটিশ আমল থেকে যেসকল কলোনিয়াল (ঔপনিবেশিক) আইন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে রয়েছে, সেগুলি পরিবর্তন করার কোন উদ্যোগ নেয়নি পূর্বতন সরকারগুলি। আর সেটাই এখন করে দেখাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার। রাজ্য সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। আমরা ক্যাবিনেটে অনেকগুলি ডি রেগুলেশন পাশ করিয়েছি। ডাঃ সাহা বলেন, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ২৯০ ধারা এমনভাবে করা হয়েছে যা সময় ভিত্তিক একটা আইন। আগে একটা মামলা হলে এফআইআর করতে স্বশরীরে যেতে হতো। আর এখন সবকিছু সহজ হয়ে গেছে। বর্তমানে তিনটা আইন কার্যকর হয়ে নাগরিকদের অনেক সুবিধা হয়েছে। প্রথমবার কেউ অপরাধ করলে অপরাধের গুরুত্ব বুঝে তার সাজা কম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ নাগরিক বান্ধব আইন কার্যকর করা হয়েছে।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন ফৌজদারী আইনে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে আরো সহজ/ সহায়ক হয়েছে। এখানে আরও বলা হয়েছে স্বশরীরে কোন ব্যক্তি পুলিশ স্টেশন (থানা) উপস্থিত ছাড়াই ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রিপোর্ট পেশ করতে পারেন। তাতে স্বচ্ছতার পাশাপাশি দ্রুততা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এখন জিরো এফআইআর এর মাধ্যমে যেকোন জায়গা থেকেই যেকোন নাগরিক অভিযোগ জানাতে পারেন। পাশাপাশি যেকোন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হলে প্রয়োজন সাপেক্ষে সে তার কোন নিকটতম বা পরিচিত ব্যক্তিকে অবগত করতে পারবে। বিভিন্ন ঘটনা বা অপরাধের ক্ষেত্রে ফরেনসিক টিমের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নয়া ফৌজদারী আইনে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে দুই মাসের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। অপরাধের শিকার নারী ও শিশুদের বিনা পয়সায় হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অতিরিক্ত মহানির্দেশক এম রাজা মুরাগন, জি এস রাও সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এছাড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, এই প্রদর্শনী চলবে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আমবাসায় জিতেন্দ্রকে

● প্রথম পাতার পর

সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে অপমান করেছে। এই অপমান শুধু জনজাতিদের নয়, গোটা ত্রিপুরাবাসীর। জিতেন্দ্র চৌধুরী নিজে একজন জনজাতি হয়েও কিভাবে রিসা মতো গর্বের পোশাক নিয়ে এমন মন্তব্য করতে পারেন, প্রশ্ন তুলেন তিনি। তাঁদের দাবি, জিতেন্দ্র চৌধুরী যেন অবিলম্বে গোটা ত্রিপুরাবাসীর কাছে ক্ষমা চান ।অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে জনজাতি সমাজ।

এই ঘটনার পরপরই আমবাসা টাউন হল থেকে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে পাল্টা প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। সেখানে জিতেন্দ্র চৌধুরী নিজেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি যখন বন, তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ছিলাম,তখনই প্রথম ত্রিপুরায় রিসা চালু করেছি। আজ আমার বিরুদ্ধেই এই মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। আসলে এটা এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। বিজেপি সরকার জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতে এই ধরণের চক্রান্ত করছে। তাঁর অভিযোগ, তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট সিপিআইএমের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা এবং বিভাজনের রাজনীতি করে জনজাতি সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করা।

আজকের তথাকথিত জনজাতি সমাজের বিক্ষোভের আড়ালে ছিল বিজেপির জনজাতি মোর্চার সদস্যরা। এই ঘটনা ত্রিপুরার রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন করে উত্তাপ ছড়াতে পারে। বিশেষত, আগামী নির্বাচনের আগে জনজাতি ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে টানাপোড়েন বাড়ছে।

শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদকে

● প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে ধর্মনগর নয়াপাড়া ক্লাবের এক সদস্য ইয়েমাস সিনহাকে প্রয়াগরোডের বাসিন্দা হিরককান্তি নাথ ভিডিও মাধ্যমে অকথ্য গালিগালাজ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে জোরপূর্বক টাকা চাইছেন। পরবর্তী সময়ে ইয়েমাস সিনহা এই ভিডিওটি ক্লাবের বাকি সদস্যদের দেখান। আজ সকালে হিরককান্তি নাথ দলবল নিয়ে ইয়েমাস সহ ক্লাবের অন্যান্যদের উপর হামলা করেন। ওই ঘটনায় হিরককান্তির নামে মামলা দায়ের করেন ক্লাবের সদস্যরা।

এদিকে, হিরককান্তি নাথকে ক্লাবের সদস্যরা আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ তুলে থানায় পাল্টা মামলা দায়ের করেন ।বর্তমানে পাল্টাপাল্টি মামলায় ধর্মনগর থানায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হয়েছে এবং এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

নেপালে কারফিউ জারি

● প্রথম পাতার পর

বিমানবন্দরের কার্যক্রম পুনরায় চালু হবে কিনা, তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

কারফিউ চলাকালীন অ্যাম্বুলেন্স, দাহযান, দমকল, স্বাস্থ্যকর্মী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর যানবাহন চলাচল অব্যাহত থাকবে। জরুরি পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকটস্থ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রপতি রাম চন্দ্র পৌডেল প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং এর পরপরই রাষ্ট্রপতি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংলাপে বসার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, “রক্তপাত ও ধ্বংস নয়, বরং সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমেই সংকটের সমাধান সম্ভব।”

আন্দোলনটি শুরু হয় ৮ সেপ্টেম্বর, যখন সরকার কর রাজস্ব এবং সাইবার নিরাপত্তার অজুহাতে ফেসবুক, টিকটকসহ বেশ কয়েকটি প্রধান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধ করে। আন্দোলনকারীরা এই নিষেধাজ্ঞাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত হিসেবে দেখছেন। তাঁদের দাবি, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব বন্ধ করতে হবে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

গত তিন দিনে পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে গেছে। এখন পর্যন্ত অন্তত ১৯ জন নিহত এবং ৫০০ জনের বেশি আহত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রপতি উভয়ই জনগণের সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সংযম ও সচেতনতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, নেপালে চলমান সহিংস বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ভারতের উত্তরপ্রদেশ ও সিকিমে জারি হয়েছে হাই অ্যালার্ট। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, কড়া নজর রাখা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সীমান্তে। অন্যদিকে, কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন প্রায় ৭০০ ভারতীয় নাগরিক, যাদের মধ্যে আছেন বহু পর্যটক ও তীর্থযাত্রী।

নেপাল সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের সাতটি জেলাশ্রাবস্তী, বলরামপুর, বহরাইচ, পিলিভীত, লখিমপুর খেরি, সিদ্ধার্থনগর ও মহারাজগঞ্জএ উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এসব এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও সশস্ত্র সীমা বল। সীমান্ত চৌকিগুলিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সাধারণ যাতায়াত। শুধুমাত্র বৈধ নথিপত্র থাকা নেপালি নাগরিকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

বাহরাইচের রূপাইধা, মহারাজগঞ্জের সোনৌলি ও লখিমপুর খেরির গৌরিফান্তা সীমান্তে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। অনেক এলাকায় সড়কপথে ব্যারিকেড বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রাতভর যৌথ টহল চালানো হচ্ছে।

বাহরাইচের জেলাশাসক মনীশ কুমার জানান, “আমরা আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছি। যে কোনো সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।” ইতিমধ্যে বাহরাইচ সীমান্তে প্রায় ২০০টি ট্রাক আটকে পড়েছে, যেগুলোতে রয়েছে পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট ও খাদ্যপণ্য। যাত্রী পরিবহনেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে; সোনৌলি রুটে বাস চলাচল ৫০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নেপালে সোমবার জেন জেড তরুণদের নেতৃত্বে হওয়া বিক্ষোভ চরম সহিংসতায় রূপ নেয়। অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। দুর্নীতি ও সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধাজ্ঞার কারণে তীব্র জনরোষের মুখে পড়ে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি মঙ্গলবার পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর রাত ১০টা থেকে দেশের নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কাঠমাণ্ডু, ললিতপুর, ভক্তপুরসহ একাধিক শহরে কারফিউ জারি করেছে সেনা প্রশাসন। সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কিছু দুষ্কৃতকারী এই অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছে এবং সাধারণ নাগরিকদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

বিক্ষোভ ও সেনা হস্তক্ষেপের জেরে মঙ্গলবার দুপুর ১টার পর থেকে বন্ধ হয়ে যায় কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফলে প্রায় ৭০০ ভারতীয় নাগরিক সেখানে আটকে পড়েন। আটকে পড়াদের মধ্যে রয়েছেন ইশা ফাউন্ডেশনের ১৩০ জন তীর্থযাত্রী, যাঁরা কাইলাশ মানসসরোবর সফরে গিয়েছিলেন।

এক যাত্রী রজনী মাস্কি জানান, “আমরা একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে বন্দির মতো আছি। খাবার নেই, পানি নেই, একটা মাত্র চার্জিং পয়েন্টে সবাই লাইন দিচ্ছে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।” আর এক যাত্রী মুম্বইয়ের ময়ূর পাতিল বলেন, “আমরা পশুপতিনাথ দর্শনে এসেছিলাম। এখন ভারতীয় দূতাবাস বলছে, যেখানে আছি সেখানেই নিরাপদে থাকি।” বিমানবন্দরে নিরাপত্তাকর্মী ও এয়ারলাইন স্টাফদেরও এলাকা ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে, যার ফলে পুরো পরিবেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।

নেপালের পরিস্থিতির জেরে পূর্ব ভারতে সিকিম সরকারও সীমান্ত এলাকায় কড়া সতর্কতা নিয়েছে। সোরেং ও গ্যালসিং জেলার জ্যেষ্ঠ আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এসএসবি-র সঙ্গে যৌথ টহল দিতে। রাংপো, মেল্লি, রেশি সহ গুরুত্বপূর্ণ চেকপোস্টে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে চেকপোস্টগুলিতে গাড়ি তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে।

ডিআইজি ও সংশ্লিষ্ট এসপি-দের স্পর্শকাতর এলাকাগুলি পরিদর্শন করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে, যাতে এই অস্থিরতা বাংলাদেশের মতো ”ভারতবিরোধী” মনোভাব সৃষ্টি না করে। ছাত্র সংগঠন, সিভিল সোসাইটি ও রাজনৈতিক দলগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক নেপালে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের স্থানীয় নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। সহিংসতার ফলে সীমান্ত বাণিজ্য কার্যত থমকে গেছে। বাহরাইচ, মহারাজগঞ্জ, সিদ্ধার্থনগরে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, নেপালি ক্রেতাদের অভাবে বেচাকেনা বন্ধ। বিমানে যাতায়াতেও বড় প্রভাব পড়েছেমঙ্গলবার লখনউ ও বারাণসীতে অন্তত ৪টি কাঠমাণ্ডু অভিমুখী ফ্লাইট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এমনকি, বিয়ে-শাদির মতো পারিবারিক অনুষ্ঠানও প্রভাবিত হয়েছে। মহারাজগঞ্জে এক নেপালি পাত্র শাহনাওয়াজকে বহু পরিচয়পত্র ও অনুমতি দেখিয়ে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে, যা এই পরিস্থিতির জটিলতা আরও স্পষ্ট করে। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত অঞ্চল কার্যত একটি সামরিকীকৃত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। টহল, নজরদারি, ড্রোন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা চলছে। সীমান্তে ওলির পতনের পরও বিক্ষোভ না থামায় পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। শঙ্করাচার্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী বলেন, “নেপাল আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সহিংসতার পরিবর্তে সংলাপই হোক সমাধানের পথ।”

ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরে আগামী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। এদিকে, উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম ও দক্ষিণ উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ-এর নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে বুধবার ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি।

অমরাবতীর আবহাওয়া কেন্দ্র জানিয়েছে, এনসিএপি, এসসিএপি, ইয়ানাম ও রায়লসীমা অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। কিছু জায়গায় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। অলুরি সীতারাম রাজু, এলুরু, এনটিআর, গুন্টুর, বাপটলা ও পালনাড়ু জেলার একাধিক স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া দফতরের মতে, দক্ষিণ ওড়িশা ও এনসিএপি অঞ্চলের উপর একটি উচ্চস্তরের ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪.৫ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উচ্চতার সাথে দক্ষিণ দিকে হেলে রয়েছে। পাশাপাশি, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক থেকে তামিলনাড়ু হয়ে গাল্ফ অফ মানার পর্যন্ত ০.৯ কিমি উচ্চতায় একটি ট্রফ লাইন বিস্তৃত রয়েছে। এই আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতি আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আইএমডি। প্রশাসন বাসিন্দাদের আগাম সতর্কতা গ্রহণ ও সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে।

াঙ্গন

কে সি এ-র ক্রিকেটে ত্রিপুরার সমৃদ্ধ স্কোরের মোক্ষম জবাব দিচ্ছে ছত্তিশগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঋতুরাজের পর বিক্রম দেবনাথের দুর্দান্ত ব্যাটিং। অনবদ্য স্কোরে ত্রিপুরা দলের প্রথম ইনিংসের স্কোর কার্ড কিছুটা সমৃদ্ধ হলেও শিবিরে কিন্তু চিন্তার ভাঁজ রয়ে গেছে। কেননা প্রতিপক্ষ ছত্তিশগড়ের ওপেনিং জুটির ১৬৮ রান ত্রিপুরার বিরুদ্ধে মোক্ষম জবাব বলা যেতে পারে। ঠিক যে পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা দল তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করেছে, ছত্তিশগড় যেন সেখান থেকেই শুরু করেছে। ঋষভ তেওয়ারিকে ৫৮ রানে ত্রিপুরার পেশাদারি অলরাউন্ডার স্বপ্নীল সিং লেগ বিফোর উইকেট করে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেও অনুজ তেওয়ারি কিন্তু নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় রয়েছেন ব্যক্তিগত ৯০ রান নিয়ে। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিনে শশাঙ্ক তেওয়ারিকে সঙ্গী করেই নিজের শতকটা সেরে নিতে চাইছে অনুজ। উল্লেখ্য, কর্ণাটক ক্রিকেটে এসোসিয়েশন আয়োজিত ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় আলুর এক নম্বর মাঠ অথাৎ প্লাটিনাম ওভালে ত্রিপুরা ও ছত্তিশগড় পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলছে। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ছত্তিশগড় ৫৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছে। এদিকে, মঙ্গলবার থেকে শুরু করে দেড় দিনে ত্রিপুরা দল ১১৩.৫ ওভার খেলে ৩১৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ত্রিপুরা দলের পক্ষে ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৬৩ রানের পর বিক্রম দেবনাথ এর ৭৪ রান এবং শুভম ঘোষের ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। বিক্রম ১৫৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ছত্তিশগড় ব্যাট করতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ৫৫ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। ত্রিপুরা এই মুহূর্তে ১৪৫ রানে এগিয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে ছত্তিশগড় শিবির এই কিন্তু ন-টি উইকেট বর্তমান।

সুপার লীগ ফুটবলে নাইন বুলেটসকে হারিয়ে দুর্দান্ত জয় কল্যাণ সমিতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় পেয়েছে কল্যান সমিতি। প্রতিপক্ষ নাইন বুলেটস কে তিন গোলের ব্যবধানে হারিয়ে। বুধবার উমাকান্ত ময়দানে দর্শকদের সামনে দুর্দান্ত ফুটবল তুলে ধরলো কল্যাণ সমিতি ক্লাবের ফুটবলাররা। বিশেষ করে ফুটবলার রোনাল্ডো ওগাস্ত র পারফরম্যান্স নজর কারলো সবার। এদিন সুপারে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কল্যাণ সমিতি ক্লাব প্রত্যাশিতভাবেই তিন, শূন্য গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিল নাইন বুলেটসকে। বিজয়ী দলের হয়ে জোড়া গোল করেন রোনাল্ডো এবং একটি গোল করে অরুণ। ম্যাচের শুরু থেকেই ময়দানে কল্যাণ সমিতি ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপিয়ে খেলতে দেখা গেল গোয়ার এই ফুটবলারকে দারুন ভাবে। যার সুফল ও পেলো দল। প্রথম সাত মিনিটেই দুই গোলের লিড নিয়ে নিলো কল্যাণ সমিতি দল। দুটো গোলের ক্ষেত্রেই অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে গোয়ার ফুটবলার রোনাল্ডোর। পায়ের নিপুণ ফুটবল শিল্পে এই ফুটবলারটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরলো কোয়ালিটি ফুটবল। এর মধ্যে তো ছিলো বিপক্ষ দল নাইন বুলেটস দলের ফুটবলারদের দুর্বল পারফরম্যান্স। ওপেন নেট পেয়ে ও গোল করতে ব্যর্থ রইলো বুলেটের ফুটবলাররা। ম্যাচের প্রথমার্ধে অনেকটা ছন্দ হীন মনে হলো নাইন বুলেটসকে। বিরতির পর আবার শুরু হলো ম্যাচ দ্বিতীয় অর্ধে নাইন বুলেটসের ফুটবলাররা কিছুটা তেড়ে-ফুরে আক্রমণ শানালেও এই আক্রমণে ছিল না গোলের নিশানা। এই অর্ধে কল্যাণ সমিতি ক্লাব আরও একটি গোল আদায় করে নেয়। সুবাদে গোল ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ালো ৩-০। ম্যাচের শেষ মিনিট পর্যন্ত এই চিত্রটা বজায় রাখলো কল্যাণ সমিতি ক্লাব। সুবাদে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভাইটাল জয় পেল কল্যাণ সমিতি শিবির। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন রোনাল্ডো।

সুপার ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ জয় পরা: ড্র প: বি: পয়েন্ট
ব্লাড মাউথ:	০২-০২-০০-০০-০৫-০১-০৬
কল্যাণ সমিতি:	০২-০১-০১-০০-০৪-০২-০৩
এগিয়ে চল:	০২-০১-০১-০০-০৩-০৫-০৩
নাইন বুলেটস:	০২-০০-০২-০০-০০-০৪-০০

একই দিনে হার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার, একাই পাঁচ গোল হালান্ডের, পর্তুগালের জয়ে নজির রোনাল্ডোর

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে একই দিনে হেরে গেল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা। দুই দলই হেরেছে বিপক্ষের মাঠে। বলিভিয়ার কাছে ০-১ গোলে হেরেছে ব্রাজিল। অন্য দিকে, ইকুয়েডরের কাছে একই ব্যবধানে হেরেছে আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে খেলেননি লিয়োনেল মেসি। ইউরোপে এক ম্যাচেই পাঁচটি গোল করেছেন আর্লিং হালান্ড। নরওয়ে বড় ব্যবধানে হারিয়েছে মলডোভাকে। জিতেছে পর্তুগালও। সেই ম্যাচে নজির গড়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।বলিভিয়ার লা পাজে প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতার মাঠে খেলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে সব দলই। সেই একই সমস্যায় পড়েছে ব্রাজিলও। কার্লো আনচেলোত্তির দল গোটা ম্যাচে সে ভাবে সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। ৪৫ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোল মিগুয়েল তেরসেরোসের। জয়ের ফলে লাতিন আমেরিকার যোগ্যতা অর্জন পর্বের পয়েন্ট তালিকায় সপ্তম স্থানে শেষ করে প্লে-অফে খেলার সুযোগ পেল বলিভিয়া। ছ'টি দেশের মধ্যে হওয়া প্লে-অফ থেকে দু'টি দেশ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে। হারের ফলে পয়েন্ট তালিকায় এক ধাক্কায় দ্বিতীয় স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে নেমে এসেছে ব্রাজিল।যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে হেরেছে আর্জেন্টিনা। ইকুয়েডরের হয়ে একমাত্র গোল এনার ভ্যালেন্সিয়ার। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো ইকুয়েডরের ফুটবলারের মুখে আঘাত করেন। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ভ্যালেন্সিয়া। গোটা ম্যাচেই দাপট ছিল ইকুয়েডরের। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেস একাধিক নিশ্চিত গোল না বাঁচালে আরও বড় ব্যবধানে হারত আর্জেন্টিনা। প্রথমার্ধে লাল কার্ড দেখেন আর্জেন্টিনার নিকোলাস ওটামেন্ডি। তিনি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না। দ্বিতীয়ার্ধে ইকুয়েডরের মোজেস কাইসিডোও লাল কার্ড দেখেন।অন্যান্য ম্যাচে, কলম্বিয়া ৬-৩ গোলে হারিয়েছে ভেনেজুয়েলাকে। চার গোল করেছেন লুইস দিয়াজ। চিলি-উরুগুয়ের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। প্যারাগুয়ে ১-০ হারিয়েছে পেরুকে। পয়েন্ট তালিকায় সবার উপরে রয়েছে আর্জেন্টিনা। এর পর যথাক্রমে ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া। ভেনেজুয়েলা, পেরু এবং চিলি বিশ্বকাপের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে।হালান্ডের পাঁচ গোলমলডোভার বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বাসের দরজায় ধাক্কা খেয়ে চোট পেয়েছিলেন হালান্ড। মাথায় তিনটি সেলাই করতে হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই মলডোভার বিরুদ্ধে খেলে পাঁচটি গোল করলেন তিনি। সেলাইয়ের পর সমাজমাধ্যমে ছবি দিয়ে মজা করে লিখেছিলেন, 'আমাকে দেখতে বেশ ভালই লাগছে।' মাঠে হালান্ডের ভয়ঙ্কর রূপ দেখা গেল। বিরতির আগেই হ্যাটট্রিক করেন। তার পর আরও দু'টি গোল করেন। এ ছাড়া চারটি গোল করেছেন থিলো আসগার্ড। একটি করে গোল ফেলিক্স হোম এবং মার্টিন ওডেগার্ডের। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এটাই নরওয়ের বৃহত্তম জয়। পাশাপাশি এ বারের ইউরোপীয় যোগ্যতা অর্জন পর্বেও এটি কোনও দেশের বৃহত্তম জয়।রোনাল্ডোর নজির ৪০ বছর বয়সেও নজির গড়ে চলেছেন রোনাল্ডো। মঙ্গলবার পর্তুগাল ৩-২ গোলে হারিয়েছে হাঙ্গেরিকে। সেই ম্যাচে একটি গোল রোনাল্ডোর। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এই নিয়ে ৩৯টি গোল হল তাঁর। গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে শীর্ষে তিনি। মেসির রয়েছে ৩৬টি গোল। পর্তুগালের হয়ে বাকি দু'টি গোল করেছেন জোয়াও ক্যানসেলো এবং বের্নার্দো সিলভা।

সঞ্জু, রিঙ্কুর কি জায়গা হবে ভারতীয় দলে ?

সঞ্জু স্যামসন ও রিঙ্কু সিংহ কি জায়গা পাবেন ভারতের প্রথম একাদশে ? তিন পেসার না দুই পেসার খেলাবে ভারত ? কত জন স্পিনার খেলবেন ? ফিনিশারের ভূমিকায় কে থাকবেন ? বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। তার আগে ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে নানা রকম জল্পনা চলছে। কারা খেলতে পারেন তা খতিয়ে দেখল আনন্দবাজার ডট কম।কোচ গৌতম গম্ভীর সাধারণত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার ও বোলারদের তুলনায় অলরাউন্ডারদের বেশি পছন্দ করেন। ফলে তাঁর দলে অলরাউন্ডারের খেলার সম্ভাবনা বেশি। যা মনে হচ্ছে, তাতে আট ব্যাটার ও সাত বোলারে নামতে চলেছে ভারত।ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: ১) অভিষেক শর্মা বর্তমানে টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার। দল ঘোষণার সময় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়ে দিয়েছিলেন, অভিষেক খেলছেনই। তাঁকে ওপেন করতে দেখা যাবে। পাশাপাশি স্পিন বলও করতে পারেন তিনি।২) শুভমন গিল দলের সহ-অধিনায়ক। ফলে তিনিও খেলবেন। অনুশীলন দেখে পরিষ্কার, অভিষেকের সঙ্গে ওপেন করতে নামবেন তিনি।৩) তিলক বর্মা গত কয়েকটি সিরিজে তিন নম্বর জায়গা পাকা করেছেন তিলক। এশিয়া কাপেও তিন নম্বরে তাঁকে দেখা যাবে।৪) সূর্যকুমার যাদব দলের অধিনায়ক। মিডল অর্ডারে তিলকের সঙ্গে দলের ভার সামলাতে হবে তাঁকে।৫) হার্দিক পাণ্ড্য দলের সেরা অলরাউন্ডার। ব্যাটের পাশাপাশি বল হাতেও বড় ভূমিকা থাকবে তাঁর।৬) শিবম দুবে কোচ গৌতম গম্ভীর অলরাউন্ডারদের বেশি গুরুত্ব দেন। হার্দিকের সঙ্গে আর এক পেসার-অলরাউন্ডার হিসাবে খেলবেন শিবম। তিনি খেললে রিঙ্কুর জায়গা হবে না ভারতের প্রথন একাদশে।৭) জিতেশ শর্মা সঞ্জু যে খেলবেন না সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে অনুশীলনে। বদলে জিতেশকে উইকেটরক্ষক হিসাবে খেলানো হবে। আইপিএলের মতো দেশের হয়েও ফিনিশারের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।৮) অক্ষর পটেল গত সিরিজেও ভারতের সহ-অধিনায়ক ছিলেন। স্পিনার-অলরাউন্ডার হিসাবে খেলবেন এই বাঁহাতি।৯) অর্শদীপ সিংহ টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নির্ভরযোগ্য বোলার। নতুন ও পুরনো বলে সমান কার্যকর তিনি।১০) জসপ্রীত বুমরাহ গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর আবার ছোট ফরম্যাটে ফিরেছেন। অর্শদীপের সঙ্গে পেস বিভাগের দায়িত্ব সামলাতে হবে তাঁকে। ১১) বরুণ চক্রবর্তী যে দিন থেকে ভারতীয় দলে ফিরেছেন, ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলেছেন। দুবাইয়ের মাঠে তাঁকে খেলা কঠিন। অক্ষরের পাশাপাশি দলের স্পিন বিভাগ সামলাবেন বরুণ।

অসাড় হয়ে গিয়েছিল একটি পা, দু'বছর আগেই শ্রেয়স ভেবেছিলেন ক্রিকেটজীবন শেষ

বুধবার ভারত যখন এশিয়া কাপ খেলতে নামবে তখন শ্রেয়স আয়ার ব্যস্ত থাকবেন লাল বলের প্রস্তুতিতে। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের অধিনায়ক তিনি। এশিয়া কাপের দলে জায়গা পাননি। প্রস্তুতির মাঝেই শ্রেয়স জানিয়েছেন, দু'বছর আগেই তাঁর ভাবনায় এসেছিল ক্রিকেটজীবন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। একটি পা অসাড় হয়ে গিয়েছিল তাঁর।ভারতের এক দিনের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হওয়ার পরেই চোট পান শ্রেয়স। সায়াটিকা স্নায়ুতে সমস্যা হয়েছিল, যার জেরে ডান পা পুরোপুরি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারও করাতে হয়েছিল। প্রতিটি দিন কাটত যন্ত্রণায়। শ্রেয়স ভেবেছিলেন আর কোনও দিন ক্রিকেট খেলা হবে না।'জিকিউ ইন্ডিয়া'কে সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেছেন, "আমি যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি তা কেউ বুঝবে না। আমার একটা পা পুরোপুরি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। মেরুদন্ডে চোট পেলে পিছনে রড বসিয়ে কোনও ভাবে সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু আমার স্নায়ু ছিড়ে গিয়েছিল, যেটা আরও ভয়ঙ্কর। অসহ্য যন্ত্রণা হতো। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ফেলতে পারতাম না। ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল তখন।"শ্রেয়সের সংযোজন, "লোকে ভাবে ক্রীড়াবিদেরা রোবটের মতো। তাদের প্রত্যেক ম্যাচেই খেলতে হবে। কিন্তু পিছনে কী চলছে সেটার কথা কেউ ভাবে না।" সেই ব্যথার পর ইংল্যান্ডে গিয়ে অস্ত্রোপচার করান শ্রেয়স। বোর্ডের চুক্তি থেকে বাদ পড়লেও ফিরে এসেছেন।এশিয়া কাপ থেকে বাদ পড়া নিয়েও মুখ খুলেছেন শ্রেয়স। বলেছেন, "যা কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। নিজের দক্ষতা এবং শক্তিতে শান দিতে পারি। সুযোগ এলে আমি দু'হাত বাড়িয়ে তা লুফে নেব।"অধিনায়ক হিসাবেও তিনি যে বাকিদের টেক্কা দিতে পারেন সেটাও বলেছেন শ্রেয়স। তাঁর কথায়, "অধিনায়ক এবং ক্রিকেটার হিসাবে আমি দলকে অনেক কিছু দিতে পারি। যদি সম্মান পাই তা হলে যে কোনও কিছু অর্জন করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি।"

ন'মাস দেরি বিশ্বকাপের এখনই শাস্তির কবলে মেসির সতীর্থ!

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচে হেরেছে আর্জেন্টিনা। তাতে অবশ্য কোনও সমস্যা হয়নি। বিশ্বকাপের টিকিট আগেই পেয়ে গিয়েছেন লিয়োনেল মেসিরা। দক্ষিণ আমেরিকার গ্রুপে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন তাঁরা। তবে বিশ্বকাপে নামার আগে ধাক্কা খেয়েছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে পাবেন না মেসিরা।ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ৩১ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখেন আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডার নিকোলাস ওটামেন্ডি। যে হেতু বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের শেষ ম্যাচে তিনি লাল কার্ড দেখেছেন ফলে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ওটামেন্ডি খেলতে পারবেন না। ২০২২ সালে কাতারে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল ওটামেন্ডির। অভিজ্ঞ এই ফুটবলারকে পাবেন না মেসিরা। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছেন ইকুয়েডরের মোইসেস কাইসিদো। ফলে তিনিও বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না।আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ইকুয়েডরের হয়ে একমাত্র গোল এনার ভ্যালেন্সিয়ার। সেই গোলই নির্ণায়ক হয়ে যায়। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকো ইকুয়েডরের ফুটবলারের মুখে আঘাত করেন। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ভ্যালেন্সিয়া। গোটা ম্যাচেই দাপট ছিল ইকুয়েডরের। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেস একাধিক নিশ্চিত গোল না বাঁচালে আরও বড় ব্যবধানে হারত আর্জেন্টিনা।মেসি দলের সঙ্গে ইকুয়েডরে গিয়েছিলেন। কিন্তু খেলেননি তিনি। তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। সামনে ইন্টার মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকার ক্লাবের খেলা রয়েছে মেসির। সেই কারণেই তাঁকে বিশ্রাম দেন স্কালোনি।

১০০ টাকা জরিমানা পৃথ্বী শ-র

শারীরিক নির্যাতনের মামলা চলছে পৃথ্বী শ-এর বিরুদ্ধে। যিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য ভারতের ক্রিকেটারকে নির্দেশ দিয়েছিল মুম্বইয়ের একটি আদালত। বার বার বলার পরেও সেই নির্দেশ না মানায় ১০০ টাকা জরিমানা করা হল পৃথ্বীকে। উত্তর দেওয়ার জন্য আরও এক বার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।দু'বছর আগে মুম্বইয়ের এক পানশালায় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথ্বী। তার পর নেটপ্রভাবী স্বপ্না গিল শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ আনেন পৃথ্বীর বিরুদ্ধে। গত বছর এপ্রিলে দিনদোশী সেশনস কোর্টে ফৌজদারি তদন্তের আবেদন করেন। তবে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট পৃথ্বীর বিরুদ্ধে পুলিশকে এফআইআর করার নির্দেশ দিতে রাজি হয়নি। বরং পুলিশকে প্রাথমিক তদন্ত করতে বলা হয়।স্বপ্নার আবেদনের জবাব দেওয়ার জন্য বার বার পৃথ্বীকে অনুরোধ করে সেশনস কোর্ট। শেষ শুনানিতে আদালত জানিয়েছিল, পৃথ্বীকে চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার আদালতে জানানো হয়, এখনও উত্তর দেননি পৃথ্বী। এর পরেই তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানা করে আদালত জানায়, উত্তর দেওয়ার জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।স্বপ্নার আইনজীবী আলি কাশিফ খান জানান, উত্তর না দিয়ে ইচ্ছা করে বিচারপ্রক্রিয়া দেরি করার চেষ্টা করছেন পৃথ্বী। আদালতকে বলেন, "সমন পাঠানো সত্ত্বেও উত্তর না দেওয়া ওঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।" আদালত সে কথা শুনলেও কোনও মন্তব্য করেনি।২০২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে একটি পানশালার বাইরে স্বপ্না এবং তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল পৃথ্বী ও তাঁর বন্ধুর। নিজস্বী তোলা নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল।

এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিট-এর জন্য রাজ্য দলের প্রস্তুতি জোর কদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দলের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ইতোমধ্যে রাজ্য দল ব্যাঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। ত্রিপুরা মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে কিন্তু যথারীতি রাজ্য দলের অংশগ্রহণকারী খেলোয়ারদের নামের তালিকা যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মূলতঃ এশিয়ান মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ এবার ব্যাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজ্য দলের হয়ে এতে অংশগ্রহণের জন্য প্রেরিত নামের তালিকায় পুরুষ বিভাগের খেলোয়াররা হলেন তপন শীল, লিটন দেববর্মা, যুগল কিশোর দেব, আশিস কর ও পরিমল পাল। মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন ত্রিপুরা থেকে ১১ জন অ্যাথলেট। তাঁরা হলেন জবা পাল দত্ত, গায়েত্রী মজুমদার, চন্দনা দাস সাহা, দেবী রানী দাস, শেফালী বর্ধন, মিতালি দেবনাথ, কবিতা দাস, সবিতা দাস, শাহানারা বেগম, স্বপ্না পাল ও পূর্ণিমা দাস।

সিনিয়র মহিলা রাজ্য দল গঠনের লক্ষ্যে ফিটনেস ক্যাম্প শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা বুধবার যথারীতি ফিটনেস ক্যাম্পে উপস্থিত হয়েছেন। বিসিসিআই আয়োজিত আসন্ন ২০২৫-২৬ এ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সমূহে অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্য দল গঠনের কাজ শুরু হয়েছে বলা চলে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুব্রত দে-র আহবানে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ছাব্বিশ জন সিনিয়র মহিলার ক্রিকেটারদের অধিকাংশরা আজ ফিটনেস ক্যাম্পে রিপোর্ট করেছেন। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে মূলতঃ হেড কোচ এবং প্রশিক্ষকদের কাছে ক্রিকেটাররা দুপুরে রিপোর্ট করেছেন। উল্লেখ্য, ফিটনেস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটাররা হলেন: সদরের ঋজু সাহা, মৌচৈতি দেবনাথ, প্রিয়াঙ্কা আচার্য্য, মৌটুসি দে, নিকিতা দেবনাথ, অন্নপূর্ণা দাস, অন্বেষা দাস, সুলক্ষণা রায়, মামন রবিদাস, প্রিয়াঙ্কা সাহা, বিশালগড়ের ইন্দ্র রানী জমাতিয়া, শিউলি চক্রবর্তী, অম্বিকা দেবনাথ, ধর্মনগরের ঝুমকি দেবনাথ, পূজা পাল; উদয়পুরের অন্তরা দাস, পূজা দাস; তেলিয়ামুড়ার মমিতা দেব, সেবিকা দাস, শান্তির বাজারের সুপ্রিয়া দাস, মেঘা সরকার; খোয়াই এর দেবাদ্রিতা দেব, অনামিকা দাস; বহিঃরাজ্য থেকে তামান্না নিগম, রেশমা নায়েক ও রোহিণী মানে।

জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু রশিদদের হংকংকে ৯৪ রানে হারাল আফগানিস্তান

প্রত্যাশা মতোই জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করল রশিদ খানের আফগানিস্তান। প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে তারা ৯৪ রানে হারাল হংকংকে। প্রথমে ব্যাট করে আফগানেরা করে ৬ উইকেটে ১৮৮। জবাবে হংকংয়ের ইনিংস শেষ হয় ৯ উইকেটে ৯৪ রানে।টস জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন রশিদ। আবু ধাবির ২২ গজে আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন আফগানিস্তানের ওপেনার সিদ্দিকুল্লা অটল। তবে আর এক ওপেনার রহমানুল্লা গুরবাজ (৮) এবং তিন নম্বরে নামা ইব্রাহিম জাদরান (১) দ্রুত আউট হয়ে যান। তাতে সাময়িক চাপে পড়ে যায় আফগান ইনিংস। তবে বড় প্রভাব পড়েনি। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সিদ্দিকুল্লার সঙ্গে জুটি তৈরি করেন অভিজ্ঞ মহম্মদ নবি (২৬ বলে ৩৩)। তৃতীয় উইকেটে জুটিতে তাঁরা তোলেন ৫১ রান। পাঁচ নম্বরে নামা গুলবাদিন নাইব (৫) ব্যর্থ হওয়ায় আবার কিছুটা চাপ তৈরি হয়। যদিও ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নামা আজমতুল্লা ওমরজাইয়ের আগ্রাসী ৫৩ রানের ইনিংস দলকে ভাল জায়গায় পৌঁছে দেয়। তাঁর ২১ বলের ইনিংসে রয়েছে ২টি চার এবং ৫টি ছক্কা। ওপেনার সিদ্দিকুল্লা ইনিংসের শেষ পর্যন্ত ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রাখেন। ৫২ বলে তাঁর ৭৩ রানের অপরাজিত ইনিংসে রয়েছে ৬টি চার এবং ৩টি ছয়। তাঁদের পঞ্চম উইকেটের জুটিতে ওঠে ৮২ রান।হংকংয়ের সফলতম বোলার কিনচিত শাহ ২৪ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ৫৪ রানে ২ উইকেট আয়ুষ শুক্লর। ২৮ রানে ১ উইকেট ইশান খানের। এ ছাড়া ৩২ রানে ১ উইকেট আতিক ইকবালের।জয়ের জন্য ১৮৯ রান তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভার থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে হংকং। আফগানিস্তানের বোলিং আক্রমণের সামনে স্বচ্ছন্দ দেখায়নি হংকংয়ের কোনও ব্যাটারকেই। তাদের প্রথম সারির অধিকাংশ ব্যাটারই দু'অঙ্কের রান করতে পারেননি। ব্যতিক্রম শুধু তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা অভিজ্ঞ বাবর হায়াত। তিনি কিছুটা লড়াই করলেন ব্যাট হাতে। শেষ পর্যন্ত করলেন ৪৩ বলে ৩৯ রান। মারলেন ৩টি ছক্কা। পরের দিকের ব্যাটারেরাও তেমন কিছু করতে পারেননি। কেবল ইয়াসমিন মুস্তাফা করেন ১৬ রান।রশিদেরা অবশ্য হংকংকে অল আউট করতে পারলেন না। আফগানিস্তানের সফলতম বোলার নাইব ৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ১৬ রানে ২ উইকেট ফারুকির। ১ উইকেট করে পেয়েছেন ওমরজাই, রশিদ এবং নুর আহমেদ।

চার বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই জয়ের লাল-হলুদ জার্সিতে কী বললেন তরুণ ডিফেন্ডার ?

চার বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন ডিফেন্ডার জয় গুপ্ত। এফসি গোয়া থেকে লাল-হলুদ শিবিরে এলেন তিনি। সুপার কাপেই তাঁকে দেখা যেতে পারে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। জয় যোগ দেওয়ায় ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।গত দু'মরসুম এফসি গোয়ার হয়ে খেলা ডিফেন্ডারকে রেকর্ড পরিমাণ টাকা খরচ করে নিয়ে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে ট্রান্সফার ফি হিসাবে কত টাকা দিতে হয়েছে, তা কোনও পক্ষই প্রকাশ করেনি। ২৩ বছরের ফুটবলার লেফট ব্যাক এবং লেফট সেন্টার ব্যাক পজিশনে খেলতে পারেন। বেশ কিছু দিন আগে কলকাতায় চলে এসেছিলেন জয়। দলের সঙ্গে অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছিলেন। কাগজপত্র সংক্রান্ত কিছু সমস্যার জন্য তাঁর সই আটকে ছিল। চুক্তিপত্রে জয়ের সইয়ের কথা মঙ্গলবার জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ২৭ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন জয়।জয়কে ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে এসেছেন ইমামি ইস্টবেঙ্গলের হেড অফ ফুটবল থংবোই সিংটো। তিনি বলেছেন, "জয় তরুণ ডিফেন্ডার। দ্রুত গতিতে খেলতে পারে। ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জয়ের দক্ষতা প্রমাণিত। জয় যোগ দেওয়ায় আমাদের ডিফেন্সের বৈচিত্র বাড়বে।"সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোও। তিনি বলেছেন, "জয় প্রতিভাবান বাঁ পায়ের ডিফেন্ডার। প্রয়োজনে আক্রমণে উঠেও খেলতে পারে। ওর এই দক্ষতা আমাদের দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এফসি গোয়ার হয়ে যথেষ্ট ভাল পারফর্ম করেছে জয়। ভারতীয় দলের হয়েও ভাল খেলেছে।"ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বাস গোপন করেননি তরুণ ফুটবলারও। জয় বলেছেন, "ইস্টবেঙ্গলের মতো বড় ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি সম্মানিত। আমার দক্ষতার উপর আস্থা রাখার জন্য ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ এবং কোচ ব্রুজোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গত বছর কলকাতাতেই আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমার অভিষেক হয়েছিল। তাই কলকাতার মাঠে ইস্টবেঙ্গলের মতো দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি উচ্ছ্বসিত। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে মাঠে নামার জন্য অপেক্ষা করতে পারছি না। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে কলকাতা ডার্বি জিততে চাই। সমর্থকদের মুখে হাসি দেখতে চাই।"

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিনক্ষণ প্রকাশ্যে !

আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে পারে ২০২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। ভারত এবং শ্রীলঙ্কা যৌথ ভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। অংশগ্রহণ করবে ২০টি দেশ। ভারতের পাঁচটি এবং শ্রীলঙ্কার দু'টি মাঠে হতে পারে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ৮ মার্চ। এই ম্যাচ হবে অহমদাবাদ অথবা কলম্বোয়। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচ হবে কলম্বোয়। না হলে অহমদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামেই হবে ট্রফির লড়াই। ক্রিকেট সংক্রান্ত ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে এমনই দাবি করা হয়েছে।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) এখনও সরকারি ভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিনক্ষণ প্রকাশ করেনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করার কাজ চলছে এখনও। আইসিসির এক কর্তা বিশ্বকাপ শুরু এবং শেষ হওয়ার দিন জানিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ২০টি দেশ খেলেছিল। পাঁচটি করে দেশ নিয়ে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দু'টি দল সুপার এইট পর্বের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ একই ফরম্যাটে হতে পারে। সুপার এইটে ওঠা দলগুলিকে আবার দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। দু'টি গ্রুপের প্রথম দুই দল সেমিফাইনালে উঠবে।আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫টি দল চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। দুই আয়োজক দেশ ভারত এবং শ্রীলঙ্কা ছাড়াও আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউ জিল্যান্ড, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, ইটালির খেলা চূড়ান্ত। বাকি রয়েছে আরও পাঁচটি জায়গা। আফ্রিকা অঞ্চল থেকে দু'টি দেশ যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ছাড়া এশিয়া এবং ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের তিনটি দেশ যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

জাগরণ 11 September, 2025, Thursday আগরতলা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং, ■ ২৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,বৃহস্পতিবার ■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

গুণগত মান বজায় রেখে চম্পকনগর থেকে রাণীরবাজার পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে পরিবহণমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: চম্পকনগর থেকে রাণীরবাজার পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত শেষ করতে হবে। জাতীয় সড়ক নির্মাণে সরকারের যেসব নির্দেশিকা রয়েছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আজ জিরানীয়া মহকুমা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে অনুষ্ঠিত এক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সভায় শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে সড়ক সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, পানীয়জলের সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং আইন শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জনগণের পারিশ্রমিক যেন পূজার আগেই দেওয়া হয় এ বিষয়ে বিডিও ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তিনি আহ্বান জানান। সভায় জলসম্পদ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, অগ্নি নির্বাপণ, বন, গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্য দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের চলমান কাজ ও তার অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন রীতা দাস, রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরু দাস, জিরানীয়া বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান শুভমণি দেববর্মা, বেলবাড়ি বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যান রোকেন দেববর্মা, মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুধীর কুমার, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক পামেলা সাহা, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও তুষার আলম, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অভিজিৎ দেববর্মা, রাজেশ ভৌমিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

২১ দফা দাবিতে মুখ্য সচিবের নিকট গণডেপুটেশন রাবার উৎপাদক সমিতির

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : ২১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শহরে মিছিল করে মুখ্যসচিবের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্য রাবার উৎপাদক সমিতির সদস্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি পবিত্র কর বলেন, আজ রাবার চাষিদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার একটি সংগঠন রাজ্য রাবার উৎপাদক সমিতি বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়েছে। বিজেপি সরকারের আমলে রাবারের দাম কমে গিয়েছে। রাবার চাষিরা রাবারের সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। তাই রাবার চাষিদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত ২১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মুখ্যসচিবের নিকট গণডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্য রাবার উৎপাদক সমিতির সদস্যরা।

আমতলী বাইপাস সংলগ্ন নতুন কমিউনিটি হল কাজকর্ম খতিয়ে দেখলেন মেয়র

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: পুরনিগম ৪৯ ওয়ার্ডের অন্তর্গত আমতলী বাইপাস সংলগ্ন নতুন কমিউনিটি হল কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে গেলেন মেয়র দীপক মজুমদার। প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কমিউনিটি হলটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

পরিদর্শন শেষে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, এই কমিউনিটি হলের কাজটি প্রায় ৭-৮ বছর আগে শুরু হয়েছিল। কিন্তু মধ্যে কিছু কারণবশত এই কাজ প্রায় ৬ বছর ধরে বন্ধ ছিল। পুনরায় এই কমিউনিটি হলের কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রায় ৫০০ আসনের ব্যবস্থা করা হবে এই হলে। আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই এই কমিউনিটি হলের কাজ শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। এই কমিউনিটি হলের ফলে এলাকার জনগণ উপকৃত হবেন আশা ব্যক্ত করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি খাস জমি দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সোমবার গ্রামবাসীরা পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। তাঁদের অভিযোগ, মান্না রায় সহ কাঠিয়াবাবা গুরুকুলম সেবা ট্রাস্ট-এর কয়েকজন ব্যক্তি বুলডোজারের সাহায্যে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি তাঁরা যাতায়াত ও পশু চরানোর কাজে ব্যবহার করে আসছেন।

সোনামুড়ায় স্বর্ণ পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যুবক খুনের অভিযোগ

সোনামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর: স্বর্ণ পাচার চক্রের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে খুন হলেন সোনামুড়ার এক যুবক। মৃতের নাম সুলেমান হোসেন (২২)। মঙ্গলবার গভীর রাতে তাকে খুন করে দুষ্কৃতীরা মৃতদেহ গাড়িতে তুলে এনে বুধবার সকালে সোনামুড়া হাসপাতাল চত্বরে ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী মহকুমা সোনামুড়ায়।

ঘটনার পরেই হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভিড় জমায় স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে ছুটে আসে সোনামুড়া থানার পুলিশ।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সীমান্তবর্তী এন.সি. নগর গ্রামের রুকসানা বেগম নামের এক মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ, ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক স্বর্ণ পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে পাচারকারীরা সীমান্ত বেড়ার ওপারে স্বর্ণ ঢিল ছুড়ে এপারে পাঠায়। এরপর এন.সি. নগরের রুকসানা বেগমের মাধ্যমে সেগুলি সংগ্রহ করে সোনামুড়ার সীমান্ত এলাকা থেকে আগরতলায় পাঠানো হয়। পরে কলকাতায় চলে যায় সেই স্বর্ণ। তিন দিন আগে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণের বিস্কিট পাচার চক্র সীমান্ত দিয়ে ঢোকায়। ওই চালান সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল সুলেমান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা সংগ্রহ করতে পারেনি।

পরিবারের অভিযোগ, এই নিয়েই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাচার চক্রের ৪-৫ জন দুষ্কৃতী সুলেমানকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। রাত আড়াইটার দিকে সুলেমান তার মাকে ফোন করে জানান, তাকে মারধর করা হচ্ছে। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই হাসপাতালের সামনে মিলল তার নিথর দেহ।

ঘটনা ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

প্রদ্যোৎ কিশোরের মন্তব্যে ঘিরে বিতর্ক তীব্র সমালোচনা আমরা বাঙালি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: দিল্লির যন্তরমন্তরে মঙ্গলবার তিপ্রা মথার ধর্না মঞ্চে দলের সুপ্রিমো ও রাজপরিবারের বংশধর প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্যের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ধর্না সভায় প্রদ্যোৎ কিশোর দাবি করেন, "আগরতলার মালিক তিনিই"এবং প্রসঙ্গক্রমে ইঙ্গিত দেন, পুরো রাজ্যের মালিকও তিনি। একইসঙ্গে আগরতলাবাসী, বিশেষত বাঙালিদের 'ভাড়াটে' বা 'কিরায়দার' বলে অভিহিত করেন তিনি।

এই মন্তব্যের জেরে রাজ্য জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এর তীব্র সমালোচনা করেছে আমরা বাঙালি দল। সংগঠনগুলির অভিযোগ, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে। তাই এ ধরনের মন্তব্য সংবিধানবিরোধী এবং রাজ্যবাসী, বিশেষত বাঙালি সমাজকে অপমান করার শামিল। সংগঠনগুলির দাবি, ত্রিপুরা বহু দশক ধরে জাতি-জনজাতির মিলনস্থল। সেখানে আগরতলাবাসীকে 'কিরায়দার' বলা অত্যন্ত অপমানজনক।

আমরা বাঙালি দলের তরফে আরো বলা হয়, তিপ্রা মথার দিল্লি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের সঙ্গে হওয়া চুক্তির বাস্তবায়ন চাওয়া। প্রদ্যোৎ কিশোর দাবি করেন, চুক্তি অনুযায়ী ২৫টি আসন ও মুণিপুরী সম্প্রদায়ের জন্য ১টি আসন সংরক্ষণ করা হবে। সামনে এডিসি ভোট থাকায় আন্দোলনের মাধ্যমে দলের কর্মীদের চাঙ্গা করার লক্ষ্য নিয়েই এ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

এই ধর্না সভায় বিজেপি সাংসদ কৃতি সিংও উপস্থিত ছিলেন এবং মঞ্চে উঠে তিপ্রা মথার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। বাঙালি সংগঠনগুলির অভিযোগ, এর আগেও ওই সাংসদ বাঙালিদের 'রিফিউজি' ও 'বাংলাদেশি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। একজন সাংসদ হয়ে বারবার এ ধরনের মন্তব্য রাজ্যে জাতি-উপজাতির বিভাজন বাড়াচ্ছে।

আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, ইতিহাসে ত্রিপুরা রাজপরিবারের সঙ্গে সমতল ত্রিপুরার বাঙালিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাজপরিবারের আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজনীতি জাতি-জনজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে।

সংগঠনগুলি মনে করছে, এই পরিস্থিতি কোনো একক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়; বরং ত্রিপুরার বাঙালি সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন। তাদের বক্তব্য"দশক ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলেও বাঙালিদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়নি। তাই বাঙালি আন্দোলন সময়ের দাবি।"

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করলো শান্তিরবাজার থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ সেপ্টেম্বর: শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শান্তির বাজার মহকুমার রামরাইবাড়ী এডিসি ভিলেজের বাসিন্দা মূল্য দাস ত্রিপুরা শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাকরাতে এসে গত ৫ ই সেপ্টেম্বর নিখোঁজ হয়ে পরে। এই বিষয়ে শান্তিরবাজার থানায় লিখিতভাবে জানানোর পর নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজতে শুরু করে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ।

অবশেষে শান্তির বাজার থানার ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাসের তৎপরতায় রবিবার রাত্রিবেলায় কাকড়াবন থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারকরতে সক্ষমহন। নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারকরে আইনি প্রক্রিয়া সেরে পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লিখিত অভিযোগ হাতে পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বেরকরাতে ওসি রাজু দত্ত ও এস আই সমীর বিশ্বাসকে পরিবারের লোকজনেরা ধন্যবাদ জানান।

অপরদিকে নেশাবিরোধী আভিযানেও সাফল্য অর্জন করে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। শান্তির বাজার থানার পুলিশের উদ্যোগে শান্তিরবাজারের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে নেশাসামগ্রী উদ্ধার করা হচ্ছে। রাজ্যসরকার চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে। রাজ্যসরকারের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে ওসি রাজু দত্ত ও এসআই সমীর বিশ্বাস। জানা যায় শান্তিরবাজার থানার এই ধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারী থাকবে।

জাতীয় লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য উঠবে ৩১,৭৮৯টি মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর: আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (শনিবার) রাজ্যে বসছে এবছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৩৯টি বেঞ্চে ৩১.৭৮৯টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এর মধ্যে আদালতে জমে থাকা ২৪ হাজার ১৩টি মামলা এবং মামলা পূর্ব বিরোধ সংক্রান্ত ৬,৭৭৬টি মামলা রয়েছে। জাতীয় লোক আদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ২০৩টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধ সংক্রান্ত ২৪৯টি মামলা, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৫,৫৯৪টি মামলা, বিএসএনএলের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ১,১৮২টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ২৩,৪৪২টি মামলা, চেক বাউন্স (এনআই অ্যাক্ট) সংক্রান্ত ৬৮টি মামলা, মানি স্যুট সংক্রান্ত মামলা ৮টি, দেওয়ানি মামলা (টিএসওএমএস মামলা) ৩৫টি, বন অধিকার আইনে একটি মামলা এবং চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ৭টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে ২৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। লোক আদালতে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গত ৮ সেপ্টেম্বর থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে মামলার প্রি-কনসিলিয়েশন বা নিষ্পত্তির সুবিধা নিচ্ছেন। লোক আদালতে নোটিশপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন অধিকার মিত্র-রা।

ঊনকোটি জেলায় ক্যান্সার স্ক্রিনিং বিষয়ক জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ সেপ্টেম্বর: ১০০ দিনের বিশেষ ক্যান্সার স্ক্রিনিং অভিযান এর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, আজ ঊনকোটি জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ঊনকোটি সার্কিট হাউসে একটি বিশেষ জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল জেলা ও মহকুমা স্তরের মেডিকেল অফিসার, নার্সিং অফিসার এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের জরায়ু এবং স্তন ও মুখ গহ্বরের ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ সঞ্জয় রুদ্রপাল। ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদি প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগগুলো শনাক্ত করা যায়, তাহলে চিকিৎসার মাধ্যমে শত শত জীবন বাঁচানো সম্ভব। এই প্রশিক্ষণ জেলার তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে, যা সরাসরি জনসাধারণের উপকারে আসবে। কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস এবং ডাঃ লোপামুদ্রা দাস প্রশিক্ষকদের হাতে-কলমে বিভিন্ন স্ক্রিনিং পদ্ধতি শেখান। এর মধ্যে ছিল জরায়ু ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ অ্যাসেটিক অ্যাসিড (ঝজ্জঙ) এবং ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ লুগল''স আয়োডিন (ঝজ্জদ্রজ্জ) এর ব্যবহার, স্তন ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এগজামিনেশন (ঙ্খঙ্কক্ক) এবং সেলফ ব্রেস্ট এগজামিনেশন (ছঙ্কক্ক) এর পদ্ধতি, মুখ গহবরের ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে মুখের ভেতরের অংশ পরীক্ষা করার সহজ ও কার্যকরী কৌশল। প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর দেওয়া হয় রোগীর সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো এবং সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দ্রুত উচ্চতর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করার প্রক্রিয়ার উপর। কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁরা সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁদের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলে এই সচেতনতা ও স্ক্রিনিং কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

অংশগ্রহণকারীগণ জানান যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে এবং তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে পরিষেবা প্রদান করতে সহায়তা করবে।

হেরোইন কারবারি গ্রেফতার সোনামুড়ায়

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : সোনামুড়া থানার পুলিশ একজন নেশাকারবারিকে আটক করেছে। তার বাড়ি থেকে মোট ১২. ৯৬ গ্রাম হিরোইন যা বাজেয়াপ্ত করেছে। সেই সঙ্গে তার পাসপোর্ট ও মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১১,২৬০ টাকা হবে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানায় যে এগুলি তিনি সোনামুড়া এলাকায় যুবক যুবতীদের কাছে বিক্রি করতেন। এই নিয়ে সোনামুড়া থানাতে তার বিরুদ্ধে একটি এন ডি পি এস ধারায় মামলা নেওয়া হয়। এই মামলাতে ওই এলাকা থেকে আরো অনেকে গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান। ধৃতের নাম কবির হোসেন সরকার(৩৮)। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় পুলিশের সাফল্য

উদ্ধার হওয়া ১৯টি মোবাইল ফিরল প্রকৃত মালিকদের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশের উদ্যোগে নজিরবিহীন পদক্ষেপ। গত দুই মাসে উদ্ধার হওয়া মোট ১৯টি হারানো ও চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) মৌরিয়া কৃষ্ণ সি নিজ হাতে তাদের প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দিলেন। এদিন পুলিশ সুপারের দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসপির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার এবং বিলোনিয়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ঋষভ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সিআইআর পোর্টালের মাধ্যমে মোবাইল ফোনগুলির অবস্থান শনাক্ত করে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে এই প্রযুক্তি দক্ষিণ জেলায় সক্রিয়ভাবে চালু করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন থানায় হারানো বা চুরি হওয়া ১৩১টি মোবাইল ফোনের অভিযোগ জমা পড়েছে। তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে মালিকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। উদ্ধারের হার প্রায় ৫০ শতাংশ বলে জানিয়েছেন এসপি। এসপি মৌরিয়া কৃষ্ণ সি জানান, রাজ্য পুলিশের ডিজিপির দূরদর্শিতায় প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রায় ৯৬ শতাংশ ট্রাফিক জরিমানা অনলাইন ও নগদবিহীন পদ্ধতিতে আদায় করা হচ্ছে, যা পুলিশের স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং জনবিশ্বাস আরও বাড়িয়েছে।

নিজেদের মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে খুশি প্রকৃত মালিকরা।

তারা পুলিশের দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করে জানান"ভাবতেই পারিনি মোবাইলগুলো ফেরত পাব। পুলিশ আমাদের আস্থা বাড়িয়েছে।"

পুলিশ সুপার সকল নাগরিকের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন, কেউ যদি মোবাইল ফোন বা অন্য কোনও মূল্যবান জিনিস হারান, তবে যেন সঙ্গে সঙ্গেই নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তবেই পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে।

অবৈধ নেশার ঠেক গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : কলকলিয়া দুর্গা চৌমুহনী এলাকায় বলরাম ভৌমিকের ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ নেশার ঠেক গুঁড়িয়ে দিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

জানা গেছে, বিশালগড় থানার অন্তর্গত কলকলিয়া দুর্গা চৌমুনী এলাকার বলরাম ভৌমিক দীর্ঘদিন ধরে তার বাড়িতে ভাত পচিয়ে দেশি চোলাই মদ তৈরি করে। তা এলাকার যুবকদের কাছে বিক্রি করে তাদেরকে খারাপ পথে পরিচালনা করা সহ যুবকদের পরিবারে অশান্তির সৃষ্টিকর্তা সেই বলরাম ভৌমিক। তার পেছনে মদদদাতা কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আসকারা পেয়ে এতটাই বাহুবলি হয়ে উঠেছে যে বলরাম ভৌমিকের ভয়ে এলাকার মানুষ তার এই মদ তৈরির ব্যবসার প্রতিবাদ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছে।

প্রতিদিন দিনের বেলা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত এলাকার যুবকদের হাতে টাকার বিনিময়ে চুলাই মদের বোতল তুলে দিচ্ছে। পরে এলাকার কিছু সচেতন সম্পন্ন যুবকরা রাতের অন্ধকারে বলরাম ভৌমিকের এই অবৈধ মদ ব্যবসার দৃশ্য গোপনে ক্যামেরাবন্দি করে তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে কলকলিয়া দুর্গা চৌমুনির চুলাই মদ ব্যবসায়ী বলরাম ভৌমিকের এই অবৈধ কার্যকলাপ দেখতে পেয়ে বুধবার নড়েচড়ে বসে বিশালগড় থানার পুলিশ।

অবশেষে বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসের নির্দেশে থানার অন্যান্য পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী বুধবার দুপুরে কলকলিয়া দুর্গা চৌমুহনি স্থিত বলরাম ভৌমিকের চুলাই মদ তৈরির কারখানায় হানা দেয় এবং মদ তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম সফরে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

যদিও পুলিশের অভিযানের টের পেয়ে বলরাম ভৌমিক বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। অভিযান শেষে বিশালগড় থানার এক পুলিশ অফিসার সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন চুলাই মদ ব্যবসায়ী বলরাম ভৌমিকের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করবে।

পুলিশ আরো জানিয়েছেন ভবিষ্যতে যদি বলরাম ভৌমিক এই ধরনের অবৈধ চুলাই মদ তৈরি সহ মদ ব্যবসার সাথে জড়িত হয় তাহলে আবারও তার বিরুদ্ধে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বিশালগড় থানার পুলিশ।

সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে জনগণই শেষ কথা বলবে: মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১০ সেপ্টেম্বর: রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিরোধী নীতি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, শ্রমকোড বাতিল ও শ্রম আইন সংশোধনের দাবিকে সামনে রেখে সিআইটিইউ বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির একাদশ তম সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সন্মলনের শুরুতে শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে বুধবার বেলা বারটায় এক মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এক নং টিলায় এসে শেষ হয়, এবং সেখানে আশীষ দত্ত কে সভাপতি করে শুরু হয় সন্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং শ্রম বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সকল অংশের জনগণ কে ঐক্যবদ্ব হয়ে গনতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার আহ্বান রাখেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে। তিনি বলেন, কে সরকারে থাকবে সেটা স্থির করবে জনগণ। জনগণই শেষ করা বলবে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের তীব্র সমলোচনা করেন সিপিআইএম নেতৃত্বরা। সভা শেষে বুধবার সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে করুনা রায় স্মৃতি হলে অনুষ্ঠিত হয় সিআইটিইউ দুদিন ব্যাপী একাদশ তম মহকুমা সন্মেলন।সন্মেলনে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করবেন সন্মলনে জানান সংগঠনের পক্ষ থেকে। সিআইটিইউ বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির একাদশ তম মহকুমা সন্মেলনর কর্মসূচি তে ছিলেন সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, শ্রমিক নেতা আশীষ দত্ত, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, সহ বামপন্থী বিভিন্ন গনসংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে উল্টে গেল মারুতি, আহত দুই

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর : দুই গাড়ির মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে উল্টে যায় মারুতি ইকো গাড়ি। ঘটনা বুধবার বিকেলে বিশ্রামগঞ্জ সিনিয়র ম্যানেজার ইলেকট্রিক অফিসের সামনে বিশ্রামগঞ্জ মেলাঘর সড়কে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় টিআর০১এবি০৬৫১ নম্বরের একটি মারুতি অল্টো গাড়ি একটি বাস গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে টিআর০৭এফ০৫৯২ নম্বরের মারুতি ইকো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারুতি ইকো গাড়ি উল্টে যায় সড়কে। সড়কের মধ্যে ইকো গাড়ির চার চাকা উপরের দিকে। এই দৃশ্য দেখে অনেকের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।বিকট শব্দে ইলেকট্রিক অফিস থেকে দৌড়ে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ ইলেকট্রিক অফিসের এসডিও সৌরভ রিয়াং। তিনি এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনী এবং বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর দেয়।

খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনী ছুটে আসে এবং আহত দুই গাড়ির দুই চালক রুবেল হোসেন (২৮) এবং রুবেল হোসেন (২৭) কে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এরমধ্যে মারুতি ইকো গাড়ি চালকের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ড্রজার নিয়ে এসে মারুতি ইকো গাড়িটিকে জাতীয় সড়ক থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

কিছুক্ষণের জন্য এই দুর্ঘটনায় সড়কে যানজট লেগে যায়। মারুতি ইকো গাড়িটিকে জাতীয় সড়ক থেকে সরানোর ফলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

মারুতি ইকো গাড়িটি আগরতলা এয়ারপোর্ট থেকে বাঁশপুকুরের দিকে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে।

বেশ কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর ফের শুরু হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার সড়কে যান দুর্ঘটনা।তবে আজকের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে ইকো গাড়ির মধ্যে থাকা চালক সহ চারজন এমনটাই জানিয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।

তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে করিমগঞ্জের মহিলার কাছ থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর: শিলচর থেকে আগরতলাগামী এক রেলযাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও কাস্টমসের যৌথ বাহিনী। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার মাধবী দে নামে এক মহিলাকে। তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রেলস্টেশনে পুলিশ ও কাস্টমসের দল ওঁত পেতে বসে। ট্রেন তেলিয়ামুড়ায় পৌঁছালে ওই মহিলা নামার পর সন্দেহজনকভাবে তাকে আটক করা হয়। পরে মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে তার ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ওসি আরও জানান, ধৃত মহিলার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।এদিকে, অভিযানে সাফল্য অর্জন করলেও তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন চত্বরে জিআরপি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, এত বড় অভিযানের সময় জিআরপি কোনও ভূমিকা নেয়নি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas